إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

আমি তোমাদিগকে সীমার ভিতরে থাকিয়া
উপকরণ বা উপায়াবলম্বন করিতে নিষেধ করি না;
কিন্তু যে খোদা উপকরণ প্রদান করিয়াছেন,
তাঁহাকে ভুলিয়া অন্যান্য জাতির অনুকরণে
শুধু পার্থিব উপকরণের উপর সম্পূর্ণ
নির্ভর করিতে আমি তোমাদিগকে
নিষেধ করি। —কিশ্‌তিয়ে নূহ্

নব পর্যায়ে ৪২শ বর্ষ ॥ ১৮শ সংখ্যা
২২শে জমাদিউস সানি ১৪০৯ হিঃ ॥ ১৮ই মাঘ : ১৩৯৫ বাংলা ॥ ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮৯ইং
বার্ষিক চাঁদাঃ বাংলাদেশ ৪০·০০ টাকা ॥ ভারত ৭২·০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

৪২শ বর্ষ ঃ
৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮৯
১৮শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন ঃ (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)	বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া কর্তৃক প্রকাশিতব্য কুরআন মজীদ থেকে উদ্ধৃত	১
হাদীস শরীফ ঃ	বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া কর্তৃক প্রকাশিতব্য নির্বাচিত হাদীসের পুস্তক থেকে উদ্ধৃত	৫
অমৃতবাণী ঃ	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদক ঃ নজির আহমদ ভুঁইয়া	৬
জুমু'আর খুৎবা ঃ	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদক ঃ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি	৮
একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—(৪৮) ঃ	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২২
মহিলাঙ্গণ ঃ	কবিতা ঃ চৌধুরী আবদুল মতিন	২৫
খোদ্দামের কথা ঃ	,, ঃ মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান	২৭
ছোটদের পাতা ঃ	উপস্থাপনায়-'নানাভাই'	২৯
বিজ্ঞপ্তি ঃ		৩১
সংবাদ ঃ		৩৩
সম্পাদকীয় ঃ		৩৭

আখবারে আহ্‌মদীয়া

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৯ সনের প্রথম জুমুআতুল মুবারকের খুৎবা প্রদানের প্রাক্কালে বলেন—"আমি সমগ্র দুনিয়ার জামা'তসমূহের সকল আহ্‌মদী নর, নারী এবং বাচ্চাদেরকে নতুন বছরের মোবারকবাদ পেশ করছি।"

(১০-১-৮৯ তারিখের আল্ ফযলের সৌজন্যে)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪২শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮৯ ইং ৩১শে সুলাহ্, ১৩৬৮ হিঃ শামসী ১৮ই মাঘ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন ও সংক্ষিপ্ত তফসীর

সূরা আল্ বাকারা-২

(১৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

২৬। এবং তুমি সুসংবাদ দাও তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনে এবং নেক আমল (পুণ্য কর্ম) করে যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য এমন বাগানসমূহ আছে যাহার তলদেশ দিয়া নহর (স্রোতস্বিনী) সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, যখনই উহা হইতে তাহাদিগকে রিয্‌ক স্বরূপ ফল-ফলাদির কিছু দেওয়া হইবে, তাহারা বলিবে, 'ইহাতো সেই রিয্‌ক যাহা আমাদিগকে ইহার পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল', এবং তাহাদিগকে উহার অনুরূপও দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের জন্য সেখানে পবিত্র জোড়াসমূহ (৪৬-ক) থাকিবে এবং তথায় তাহারা চিরকাল (৪৭) বাস করিবে।

৪৬-ক। কুরআন এই কথা শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক সৃষ্ট-বস্তুর স্বীয় পূর্ণতা ও উন্নতির জন্য জীবন-সঙ্গী বা জোড়া-সাথীর প্রয়োজন। বেহেশ্‌তে ধর্মপরায়ণ পুরুষ ও স্ত্রীলোক আপন আপন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ও সুখানুভূতির পূর্ণতার জন্য পবিত্র সঙ্গী লাভ করিবে। এই সঙ্গী বা সঙ্গিনী কি ধরণের হইবে, তাহা পরলোকে ছাড়া, ইহলোকে জানা বা বুঝা সম্ভব নহে।

৪৭। এই আয়াতে বিশ্বাসীদের পারলৌকিক পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইসলামের সমালোচকেরা এই বিবরণের প্রতি আপত্তির ঝড় তুলিয়াছেন। বেহেশ্‌ত সম্বন্ধে ইসলামের ধারণা ও শিক্ষা কি তাহা না জানা ও সঠিকভাবে না বুঝার কারণেই এইসব অসমীচীন সমালোচনার উদ্ভব হইয়াছে। কুরআন অত্যন্ত জোড়ালো ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে, ঐগুলির (বেহশ্‌তী পুরস্কারসমূহের) প্রকৃতি জানা বা কল্পনা করা মানব-মনের পক্ষে সম্ভব নহে (৩২ : ১৮)। রসূলে পাক (সাঃ) বলিয়াছেন, "কোন চক্ষু ইহাদিগকে (বেহশ্‌তী পুরস্কারসমূহকে) দেখে নাই ; কোনও কর্ণ ইহাদের সঠিক বর্ণনা শুনে নাই ; কোন মনও ইহাদের ধারণা করিতে পারে নাই" (বুখারী)। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাহা হইলে, ইহ-

জগতের বস্তুর নামে বেহেশ্‌তের-আশিসসমূহকে অভিহিত করার সার্থকতা কি? ইহার জবাব এই যে, কুরআন কেবলমাত্র উচ্চস্তরের বুদ্ধি-দীপ্তদের জন্যই নহে বরং সর্বসাধারণের জন্যও। তাই এমন সরল-সহজ ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহা সকলেই বুঝে। বেহেশ্‌তের আশিস-সমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে, কুরআন ঐ সকল পার্থিব জিনিষগুলিরই নাম ব্যবহার করিয়াছে যেগুলিকে মানুষ সাধারণতঃ ভাল বলিয়া জানে ও পসন্দ করে এবং বিশ্বাসীগণকে বলা হইয়াছে যে, এই সব ভাল জিনিষগুলি তাহারা আরও উৎকৃষ্টতর আকারে বেহেশ্‌তে প্রাপ্ত হইবে। এই আবশ্যকীয় তুলনামূলক চিত্র দিবার জন্যই, ভাল-ভাল জানা জিনিষের নাম ও সুপরিচিত শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। নতুবা ইহজগতের সুখ ও আনন্দ এবং পরজগতের আশিসসমূহের মধ্যে কোন মিল নাই; ইহাদের উভয়ে মোটেই একজাতীয় বা এক ধরণের নহে। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী পরকাল কেবল মাত্র একটা মানসিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থার নাম নহে। পরকালেও মানবাত্মা এক প্রকারের দেহ প্রাপ্ত হইবে, তবে ঐ দেহ স্থূল বস্তু হইবে না। স্বপ্নে দৃষ্ট দৃশ্যাবলীর উদাহরণ হইতে বিষয়টা কতক পরিমাণে আঁচ করা যাইতে পারে। স্বপ্নে মানুষ যাহা দেখে, তাহা যে কেবলমাত্র মানসিক বা আধ্যাত্মিক, এ কথা বলা যায় না। কেননা, স্বপ্নাবস্থায়ও তাহার দেহ থাকে; সে নিজেকে স্রোতস্বিনী-বিধৌত মনোরম বাগানে ভ্রমণরত অবস্থায় দেখে এবং সেখানে ফল-মূল ও দুগ্ধ পান করিতে দেখে। একথা বলা কঠিন যে, স্বপ্নের বিষয়বস্তু শুধু মানসিক অবস্থা বিশেষ। স্বপ্নে দুগ্ধ পানের তৃপ্তি নিঃসন্দেহে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা; তাহা সত্বেও কেহই বলিবে না যে, ইহা এই জগতে প্রাপ্ত দুধ, যাহা সে পান করিয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লার যে সকল দান আমরা ইহকালে উপভোগ করিয়া থাকি, পরকালের আশীর্বাদসমূহ সেইগুলিরই মনস্তাত্বিক রূপায়ণ বলা ঠিক হইবে না। বরং এই জগতে যাহা আমরা পাই তাহা আল্লাহ্‌তা'লার সত্যিকার খাঁটি দান ও আশীর্বাদসমূহের নমুনা স্বরূপ; আসলে সত্য-সত্য দানসমূহের প্রাপ্তিস্থান হইল পরকাল। অধিকন্তু 'বাগান সমূহ' বলিতে বুঝায় বিশ্বাস এবং 'স্রোতস্বিনী' বলিতে বুঝায় কর্মসমূহ। বাগান টিকিতে পারে না ও ফল-ফুল সুশোভিত হইতে পারে না যদি সেখানে স্রোতস্বিনী তথা পানির ব্যবস্থা না থাকে। তেমনি বিশ্বাস ফলপ্রসু হইতে পারে না যদি সৎ কর্মের দ্বারা ইহাকে সুদৃঢ় করা না হয়। অতএব, বিশ্বাস ও সৎকর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরিত্রাণের জন্য উভয়ের একত্র সমাবেশ অত্যাবশ্যক।

পরকালে, বাগানগুলি বিশ্বাসীদিগকে তাহাদের ইহলৌকিক বিশ্বাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে এবং স্রোতস্বিনীগুলি তাহাদের ইহকালীন সৎকর্মসমূহকে স্মরণ করাইয়া দিবে। তাহারা তখন সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের বিশ্বাস ও সৎকর্ম বৃথা যায় নাই। "ইহা আমাদিগকে পূর্বেও দেওয়া হইয়াছিল" মো'মেনের এই উক্তি হইতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হইবে না যে, বেহেশ্‌তে তাহাদিগকে এইসব ফলই দেওয়া হইবে, যাহা তাহারা ইহকালে

অপর পৃঃ দ্রষ্টব্য

উপভোগ করিয়াছিল, কেননা, পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, এই দুই বস্তু এক নয়। প্রকৃতপক্ষে পরকালের ফলগুলি হইবে তাহাদের ইহকালীন বিশ্বাস-গুণের প্রতিচ্ছবি। যখন তাহারা সেইগুলি খাইবে, তখন তাহারা সাথে সাথেই উপলব্ধি করিবে যে, এইগুলি তাহাদের ইহকালীন জীবনের বিশ্বাসের ফল মাত্র। তাই, তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আনন্দাতিশয্যে বলিয়া উঠিবে "ইহা আমাদিগকে পূর্বেও দেওয়া হইয়াছিল।" এই শব্দগুলির অর্থ ইহা হইতে পারে, 'ইহা দেওয়া হইবে বলিয়া আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল।" পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ বলিতে বুঝাইতেছে যে, ইহকালে অনুসৃত নীতি ও ধর্ম-কর্ম এবং পরকালে প্রাপ্ত উহার প্রতিফল ও পুরস্কার, এই দুইয়ের মাঝে ঘনিষ্ঠ মিল থাকিবে। ইহকালের ইবাদত বা আরাধনা-উপাসনা পরকালে মো'মেনদের কাছে ফল স্বরূপ উপস্থিত হইবে। একজন লোকের ইবাদতের মধ্যে যত বেশী সরলতা ও যথাযথ ভাব-গাম্ভীর্য থাকিবে, সেই অনুপাতে বেহেশ্‌তে তাহার ফলভোগের আনন্দও তত বেশী হইবে। এমনকি ফলের গুণাগুণের মধ্যেও আনুপাতিক হারে তারতম্য হইবে। তাই পরলোকে অধিক হইতে অধিক গুণসম্পন্ন ফল প্রাপ্তির জন্য ইহলোকে অধিক হইতে অধিক ধর্ম-কর্ম করিতে হইবে। ইহা করা মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীন। এই আয়াতের আরেকটি তাৎপর্য এই যে, বেহেশ্‌তে যে আধ্যাত্মিক খাদ্য মানুষকে দেওয়া হইবে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী, তাহার আত্মিক স্তর ও অবস্থানুযায়ী হইবে, যাহাতে তাহার আত্মা উন্নতির এক স্তর হইতে সর্বস্তরে ক্রমাগত উন্নতি লাভ করিতে পারে। 'তাহারা চিরকাল সেখানে থাকিবে' বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশ্‌তে প্রবেশকারীরা ক্ষয়প্রাপ্ত বা লয়প্রাপ্ত হইবে না। মানুষ যখন খাদ্য-গ্রহণ বা খাদ্য হজম করিতে পারে না, কিংবা যখন কেহ তাহাকে হত্যা করে, তখনই সে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু বেহেশ্‌তী ব্যক্তি যেহেতু নিজের জন্য ঠিক ঠিক ও উপযোগী খাদ্য লাভ করিবে এবং যেহেতু পবিত্র ও শান্তিপ্রিয় বহু সঙ্গী-সাথী লাভ করিবে, সেইজন্য ক্ষমা বা বিনাশ তাহার নাগাল পাইবে না।

মো'মেনগণ বেহেশ্‌তে নিজের নিজের জোড়া স্বরূপ স্ত্রী বা স্বামী লাভ করিবে। একজন ভাল জীবন-সঙ্গী বা জীবন-সঙ্গিনী কতই না শান্তি ও আনন্দের হইয়া থাকে! বিশ্বাসীরা ইহকালেও ভাল, পবিত্র স্বামী বা স্ত্রী পাইবার চেষ্টা করে। তাহারা পরলোকে তাহা পাইবেই। তথাপি এই কথা না বলিয়া উপায় নাই যে, এই আশীর্বাদসমূহ শারীরিক ও বস্তুগত নহে। বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার জন্য সূরা তূর, সূরা আর্ বিন রাহমান ও সূরা ওয়াকিয়া দেখুন।

অপর পৃঃ দ্রষ্টব্য

২৭। আল্লাহ্‌ কখনও মশা (৪৮) অথবা উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর (৪৮-ক) (বস্তুরও) উপমা (৪৮-খ) দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, অতঃপর, যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা জানে যে, ইহা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে সত্য, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'এইরূপ উপমা দিয়া আল্লাহ্‌ কি বুঝাইতে চাহেন?' ইহার দ্বারা তিনি অনেককে পথভ্রষ্ট (৪৯) সাব্যস্ত করেন এবং অনেককে ইহার দ্বারা হেদায়াত দান করেন. বস্তুতঃ তিনি ইহার দ্বারা দুষ্কৃতিপরায়ণদের ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও পথভ্রষ্ট করেন না,

---

৪৮। আল্লাহ্‌তা'লা কুরআনে বেহেশ্‌ত ও দোযখের রূপক ও আলঙ্কারিক উপমাসূচক বর্ণনা দিয়াছেন। রূপক বর্ণনা ও আলঙ্কারিক উপমা গভীর অর্থ-বোধক হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীতে শাব্দিক ও আক্ষরিকভাবে যে সব গভীর তত্ত্ব প্রকাশে সীমাবদ্ধতা থাকে, সেই সব ক্ষেত্রে ভাব প্রকাশের জন্য রূপক, উপমা ও আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহারই বোধ হয় একমাত্র পন্থা। শব্দের মাধ্যমে বেহেশ্‌তের বর্ণনা দেওয়া আর একটি মশা-মাছি দ্বারা হাতির বর্ণনা দেওয়া সমান কথা। তবুও তুচ্ছ প্রাণীটির তুলনা দ্বারা মনের মধ্যে আমরা একটি চিত্র লাভ করিয়া থাকি। মো'মেনগণ ভালভাবেই জানেন যে, এই শব্দগুলি আলঙ্কারিক ও রূপক এবং ইহাদের মাধ্যমে তাহারা অর্থের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ইহাদের (শব্দগুলির) মধ্যে কেবল দোষ-ত্রুটির সন্ধান করে আর এই ছিদ্রান্বেষণের নেশায় তাহারা হেদায়াত প্রাপ্তি হইতে দূরে সরিয়া যায়।

৪৮-ক। 'ফাউক' অর্থ 'উপরে'; 'বড়' এর সহিত ব্যবহারে অধিকতর বড় এবং 'ছোট' এর সহিত ব্যবহারে অধিকতর ছোট বুঝায়; অর্থটি প্রসঙ্গের উপরে নির্ভর করে (মুফ্‌রাদাত)।

৪৮-খ। 'যারাবাল্‌ মাসলা' অর্থ সে একটি উদাহরণ দিল, সে একটি বক্তব্য পেশ করিল, সে একটি উপদেশপূর্ণ রূপক গল্প বলিল (লেইন; তাজ; এবং ১৪:৪৬)।

৪৯। আযাল্লাহু আল্লাহ্‌ অর্থ (১) আল্লাহ্‌ তাহাকে স্বীয় বিচারে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন (২) আল্লাহ্‌ তাহাকে পরিত্যাগ করেন, যার ফলে সে বিভ্রান্তিতে পতিত হয় (কাশাফ) (৩) আল্লাহ্‌ তাহাকে ভ্রান্তিতে নিপতিত পাইলেন, ভ্রান্তিতে ছাড়িয়া দিলেন, ভ্রান্ত পথে যাইতে দিলেন (লেইন)। (ক্রমশঃ)

"তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফিরিশ্‌তা তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তা'লার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।"

(কিশ্‌তিয়ে নূহ) —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হাদিস শরীফ

আল্লাহ্-প্রেম

১৪। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "আমি আমার বান্দার সহিত তাহার ধারণানুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকি। আমি তাহার সহিত থাকি যখনই সে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার ক্ষমা প্রার্থনায় তোমাদের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তির তুলনায় অধিকতর খুশী হন যে মরুভূমিতে তাহার হারানো উষ্ট্রীকে পাইয়া খুশী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আমার নিকট এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তাহার নিকট এক হাত অগ্রসর হই, যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তাঁহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই এবং যে আমার দিকে পদব্রজে অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া অগ্রসর হই।" (মুসলিম)

১৫। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন—এক ব্যক্তি নিজের প্রাণের উপর অত্যধিক যুলুম করিল এবং যখন তাহার মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিল তখন সে তাহার সন্তানদিগকে ওসীয়্যত করিয়া বলিল, "আমি যখন মৃত্যু মুখে পতিত হইব তখন তোমরা আমার মৃত দেহকে জ্বালাইয়া দিও, অতঃপর আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সমুদ্রের ঝঞ্ঝা বায়ুতে উড়াইয়া দিও। আল্লাহ্‌র কসম, আমার প্রভু যদি আমাকে পাকড়াও করিয়া ফেলেন তাহা হইলে তিনি আমাকে এইরূপ শাস্তি দিবেন যাহা তিনি আর অন্য কাহাকেও দেন নাই। তিনি (হুযুর-সাঃ) বলিলেন, 'অতঃপর তাহারা সেইরূপই করিল।' তখন তিনি (আল্লাহ্) ধরিত্রীকে বলিলেন, "যাহা কিছু তুমি গ্রহণ করিয়াছ তাহা আমাকে ফিরাইয়া দাও।" সহসা দেখ! সেই ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র সামনে) পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করিল। তিনি (আল্লাহ্) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে তোমাকে এইরূপ করিতে প্ররোচিত করিল?" সে বলিল, "হে আমার প্রভু! তোমার ভয় এবং ভীতি (আমাকে এইরূপ করিতে প্ররোচিত করিয়াছে)। এইভাবে (আল্লাহ্) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। (বুখারী)

কুরআন করীম

১৬। হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকেও শিক্ষা দেয়। (বুখারী)

১৭। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন "ঐ ব্যক্তি যে কুরআনের কোন অংশ শিখে নাই নিশ্চয় তাহার উপমা এক পরিত্যক্ত গৃহের ন্যায়।" (তিরমিযী)

(ক্রমশঃ)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

(১৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

অনুবাদক : নজির আহমদ ভুঁইয়া

অতঃপর এই "ভবিষ্যদ্বাণীর অবশিষ্টাংশের" অনুবাদ করিয়া এই বিষয়টি শেষ করিতেছি। খোদাতা'লা বলেন, যদিও আমি তোমাকে কতল হওয়া হইতে বাঁচাইব, কিন্তু তোমার জামা'তের দুইটি ছাগলকে যবহ্ করা হইবে এবং পৃথিবীর প্রত্যেকে লয়-প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ তাহাদিগকে নির্দোষ ও নিষ্পাপ অবস্থায় কতল করা হইবে। খোদাতা'লার কেতাবের বাগ্‌ধারা অনুযায়ী নির্দোষ ও নিষ্পাপ ব্যক্তিকে ছাগলের সাদৃশযুক্ত করা হইয়া থাকে। এবং কখনও কখনও গাভীর সঙ্গেও সাদৃশ যুক্ত করা হইয়া থাকে। সুতরাং খোদাতা'লা এই স্থলে 'মানুষ' শব্দের পরিবর্তে 'ছাগল' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন কেননা ছাগলের দুইটি গুণ রহিয়াছে। ইহা দুধও দেয় এবং ইহার মাংসও খাওয়া হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল শহীদ মরহুম মৌলবী মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ এবং তাঁহার মুরীদ শহীদ আবদুর রহমান সম্পর্কে, যাহা 'বারাহীনে আহমদীয়া'লেখার পুরা তেইশ বৎসর পর পূর্ণ হইয়াছে। এই যাবৎ লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি মানুষ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আমার কেতাব 'বারাহীনে আহমদীয়া'র ৫১১ পৃষ্ঠায় পড়িয়া থাকিবেন। প্রকাশ থাকে যে, আমি এই মাত্র লিখিয়াছি ছাগলের দুইটি গুণের মধ্যে একটি হইল দুধ দেওয়া এবং অপরটি উহার মাংস খাওয়া। ছাগলের এই দুইটি গুণই মৌলবী আবদুল লতীফ সাহেব মরহুমের শাহাদতের মাধ্যমে পূর্ণ হইয়াছে। কেননা উল্লেখিত মৌলবী সাহেব বিতর্কের সময় বিবিধ তত্বজ্ঞান ও প্রকৃত সত্য বর্ণনা করিয়া বিরুদ্ধবাদীদিগকে দুধ দান করিয়াছিলেন, যদিও হতভাগ্য বিরুদ্ধবাদীরা ঐ দুধ পান না করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। অতঃপর শহীদ মরহুম নিজ প্রাণের কুরবানী দ্বারা তাহাদিগকে মাংস দান করেন এবং নিজ রক্ত প্রবাহিত করেন যাহাতে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহার মাংস ভক্ষণ করে এবং ভালবাসার রঙে তাঁহার রক্ত পান করে এবং এইভাবে এই পবিত্র কুরবানী দ্বারা উপকৃত হয়। ভাবিয়া দেখুন, যে বিশ্বাসের উপর তাহারা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাহার উপর তাহাদের বাপ-দাদারা মরিয়া গিয়াছে, তাহারা কি কখনও এই কুরবাণী করিয়াছে? এইরূপ সততা ও নিষ্ঠা কেহ কি কখনও দেখাইয়াছে? যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া খোদাকে না দেখে তাহার পক্ষে এইরূপ কুরবানী করা কি সম্ভব? পৃথিবী শেষ হইয়া যাওয়া পর্যন্ত নিঃসন্দেহে এইরূপ রক্ত এবং এইরূপ মাংস সর্বদা সত্যান্বেষীদিগকে নিজের দিকে আমন্ত্রণ জানাইতে থাকিবে। মোট কথা,

যেহেতু সাহেবযাদা মৌলবী আবদুল লতীফ সাহেবের এই দুইটি গুণের দরুণ ছাগলের সহিত তাঁহার খুব সাদৃশ্য ছিল এবং এবং মিঞা আবদুর রহমানও ছাগলের সহিত সাদৃশ্য রাখিতেন, সেহেতু তাঁহাদিগকে 'ছাগল' নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। সেহেতু খোদাতা'লা অবগত ছিলেন যে, এই লেখক এবং তাহার জামা'ত এই অন্যায় খুনের দরুন অত্যন্ত বেদনাহত হইবে, সেহেতু এই ওহীর অব্যবহিত পরের বাক্যগুলিতে সান্ত্বনা এবং কুশল সংবাদের রঙে কালাম অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহা আমি ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহার অনুবাদ এই যে, 'এই বিপদ এবং এই কঠিন আঘাতে তুমি শোকাভিভূত ও উদাস হইও না। কেননা যদিও তোমার দুইজন ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছে তথাপি খোদা তোমার সঙ্গে আছেন। এই দুই জনের বিনিময়ে তোমাকে একটি জাতি দান করা হইবে এবং খোদা স্বীয় বান্দার জন্য যথেষ্ট। তুমি কি জান না খোদা সব কিছুর উপর শক্তিশালী? এই সকল লোক যাহারা উপরোক্ত দুই মযলুমকে শহীদ করিবে আমি কিয়ামতের দিন তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার নিকট হইতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিব, কি অপরাধে ইহারা তাঁহাদিগকে শহীদ করিয়াছিল। খোদা তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন এবং তোমার নামকে পূর্ণ করিবেন। অর্থাৎ আহ্‌মদ নামকে পূর্ণ করিবেন, যাহার অর্থ খোদার খুব প্রশংসাকারী। ঐ ব্যক্তিই খোদার খুব প্রশংসা করেন, যাহার উপর খোদার অনেক পুরস্কার ও আশীষ অবতীর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার অর্থ এই যে, খোদা তোমার উপর পুরস্কার ও আশীষের বারিধারা বর্ষণ করিবেন, এইজন্য তুমি সব চাইতে অধিক তাঁহার প্রশংসার পাত্র হইবে। তখন তোমার আহ্‌মদ নাম পূর্ণ হইয়া যাইবে।' অতঃপর খোদাতা'লা বলেন, 'এই শহীদের নিহত হওয়ার দরুন দুঃখিত হইও না। তাঁহাদের শাহাদতের মধ্যে খোদার হেকমত ও প্রজ্ঞা নিহিত রহিয়াছে। অনেক বিষয় আছে যাহা তুমি চাহ যে, ঘটিয়া যাউক কিন্তু ঐগুলি ঘটিয়া যাওয়ার মধ্যে তোমার কল্যাণ নাই। অন্যদিকে অনেক বিষয় আছে যাহা তুমি চাহ না যে ঘটুক কিন্তু ঐগুলি ঘটার মধ্যেই তোমার কল্যাণ আছে। খোদা উত্তমরূপে অবগত আছেন কিসে তোমার কল্যাণ। কিন্তু তুমি তাহা জান না।' খোদার এই সকল ওহীতে ইহা বুঝান হইয়াছে যে, যদিও সাহেবযাদা মৌলবী আবদুল লতীফ মরহুমের এই নির্দয় হত্যা এইরূপ একটি ঘটনা, যাহা শ্রবণ করিলে প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম হয়। আমরা ইহার চাইতে জঘন্য যুলুম দেখি নাই), কিন্তু এই হত্যা-কাণ্ডে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে, যাহা পরে প্রকাশিত হইবে এবং কাবুলের ভূমি প্রত্যক্ষ করিবে যে, এই রক্ত কিরূপ ফল আনয়ন করিয়াছে। এই রক্ত কখনও বৃথা যাইবে না। ইহার পূর্বে আমার জামা'তের নিরীহ আবদুর রহমানকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হইয়াছে এবং খোদা চুপ ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি এই খুনে চুপ থাকিবেন না। ইহার বড় বড় ফল প্রকাশিত হইবে। বস্তুতঃ শুনা গিয়াছে যে, যখন শহীদ মরহুমকে হাজার হাজার পাথর দ্বারা হত্যা করা হয় তখন ঐ সময় কাবুলে মারাত্মক কলেরার প্রাদুর্ভাব হয় এবং অনেক অঞ্চলের অনেক বড় বড় ব্যক্তি ইহার শিকার হন এবং কোন কোন আমীরের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবও এই জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহাত কেবল শুরু। বড়ই নির্দয়ভাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হইয়াছে। আকাশের নীচে এই যুগে এইরূপ হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আক্ষেপ, এই নির্বোধ আমীর কি করিল! এইরূপ নির্দোষ ব্যক্তিকে নেহায়েৎ নির্মমভাবে হত্যা করিয়া সে নিজের ধ্বংসকে ডাকিয়া আনিল। হে কাবুলের ভূমি! তুমি সাক্ষী থাক, তোমার উপর দাঁড়াইয়া মারাত্মক অপরাধ সংঘটন করা হইয়াছে। হে হতভাগ্য ভূমি! তুমি খোদার দৃষ্টিতে হীন হইয়া গিয়াছ, কেননা তুমি এই ভয়ংকর যুলুমের স্থান। (ক্রমশঃ)

জুমু'আর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

[২৪শে জুলাই, ১৯৮৮ ইং লণ্ডনে মসজিদে-ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদক ঃ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

(ইতিপূর্বে এই খুতবার সারাংশ 'আহ্‌মদী'—৩১শে আগষ্ট '৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এবার সম্পূর্ণ খুতবা প্রকাশ করা হলো।)

আহ্‌মদীয়া জামা'তকে নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আমার অন্তরে যে ব্যাথার আগুন জ্বলছে, আপনারা তা কল্পনাও করতে পারবেন না।

দোয়া, বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে সন্তানদেরকে নামাযে অভ্যস্ত করুন।

সন্তানদেরকে বেনামাযী দেখেও চুপ থাকার অর্থ এই হবে যে আপনি মৃত।

নামাযে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে আহ্‌মদীয়াতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আকাশ-কুসুম কল্পনা করার অধিকার আমাদের নেই। নিজ নিজ পরিবারে প্রত্যহ নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকুন।

নামাযের ব্যাপারে জামাতে শত শত গুণ বেশী জাগরণ সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।

তাশাহুদ তায়াউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) সূরা আনকবুতের ৪৬ নং আয়াত পাঠ করেন :—

اتل ما اوحى اليك من الكتب و اقم الصلوة ۰ ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ۰ ولذكر الله اكبر ۰ والله يعلم ما تصنعون ۰

তারপর হুযুর (আইঃ) বলেন :

নামায সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণঃ

আহ্‌মদীয়া জামা'তের ইতিহাসে প্রথম একশত বৎসর শীঘ্রই পূর্ণ হতে চলেছে। আগামী শতাব্দী যতই নিকটতর হয়ে আসছে, আমি ততই বিভিন্নভাবে তরবয়াতী বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছি। গত এক বছর ধরে এ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক খুৎবা দিয়ে আসছি। এসব বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ববহ বিষয় যার প্রতি আজ আমি পুনরায় বিশ্ব আহ্‌মদীয়া জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি, তা বা-জামা'ত নামাযের প্রতিষ্ঠা।

সকল প্রকার ইবাদতের রূহ (প্রাণ) হচ্ছে নামায (ইবাদত)। মানব জন্মের আসল উদ্দেশ্যই হলো নামায এবং নামাযের মাধ্যমেই এ উদ্দেশ্যকে লাভ করা যায়। নামাযের মধ্যে সকল প্রকার সাফল্যের 'চাবি-গুচ্ছ' বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ নামাযের মধ্যে যেরূপ ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকে, আল্লাহ্‌তা'লার তরফ থেকে তাকে তদনুরূপ সাফল্যের চাবিসমূহ দেয়া হতে থাকে। আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে 'চাবি' শব্দ ব্যবহার করিনি বরং এর বহুবচন ব্যবহার করেছি। কারণ আমার অভিজ্ঞতা এই যে, নামাযের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষকে আল্লাহ্‌তা'লা নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞান দান করতে থাকেন, নতুন নতুন বিষয়াবলী তার নিকট স্পষ্ট হতে থাকে। এ বিষয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে জামা'তের সামনে উপস্থাপন করেছি। কিন্তু আজ আমি নামাযের প্রাথমিক অবস্থার দিকে বিশেষ ভাবে জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

ভবিষ্যৎ বংশধরদের দায়িত্ব

আমি আমার সফরকালে বিশেষতঃ পশ্চিমের দেশগুলিতে সফরের সময়ে বহুবার লক্ষ্য করেছি যে, আহ্‌মদীয়া জামা'তের এক অংশ এখনও এমন রয়েছে যারা এখনও নামাযের প্রাথমিক অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। বৃটেনেও আমি সাধারণভাবে এ বিষয়ে সবার খবর নিয়েছি, বিভিন্ন পরিবারের সাথে বিস্তারিত আলাপ আলোচনাও করেছি। তাদের সন্তানদের অবস্থা অবগত হওয়ার পর ইহা দেখে আমি খুবই দুঃখিত হয়েছি যে, আমরা এখনও নামাযের ব্যাপারে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারি নি। এবং ইহা সেই বিষয় যা প্রথম শতাব্দীর শেষ লগ্নে আমার জন্যে সবচেয়ে বেশী চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না যদি জামা'ত আগামী শতাব্দীতে এমন অবস্থায় প্রবেশ করে যখন আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা নামায সম্বন্ধে উদাসীন। ইহা এমন এক দুশ্চিন্তা এবং এমন চিন্তা ভাবনার বিষয় যে—যে পর্যন্ত না প্রত্যেকের অন্তরে এই চিন্তার উদ্রেক হয়, আমি মনে করব যে, আমি আমার দায়িত্ব পালনে সমর্থ হতে পারিনি। সকলের অন্তরে এই চিন্তার যেরূপ উন্মেষ ঘটাতে চাই, বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করা সত্ত্বেও আমি দেখতে পাচ্ছি যে, অনেকের অন্তরে সেরূপ চিন্তা সৃষ্টি করতে পারি নি।

জামা'তের ইখলাসকে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি

যতদূর পর্যন্ত ইখলাসের (আন্তরিকতার) সম্পর্ক, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ বর্তমানে এই ইবতেলার (ঈমানের পরীক্ষার) যুগে জামা'তের ইখলাসের সাধারণ মান অনেক উন্নত হয়েছে। একে অপরের সহায়তার প্রবৃত্তিতে এক নূতন সৎকর্মে চাকচিক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এক ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে অসংখ্য প্রাণ অস্থির হয়ে থাকে। যখনই কোন সৎকাজে আহ্বান করা হয়, জামা'ত সে আহ্বানে যেরূপ আন্তরিকতার সাথে সাড়া দেয়, তাতে আমার অন্তর আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এই ইখলাসের কোনই মূল্য নেই যদি এই ইখলাসের ফলে আল্লাহ্‌তা'লার সাথে এক স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সৃষ্টি না হয়। এই ইখলাস স্বয়ং সংরক্ষিত নয়—যদি না ইহাকে নামায এবং ইবাদতের পাত্রে ধারণ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এরূপ অবস্থায় এই ইখলাস এক প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমের (ঋতুর) রূপ ধারণ করতে পারে। যেমন কখনো প্রচণ্ড গরমের পর ভাল মৌসুম আসে এবং শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়; আবার কখনও দারুন শীতের পর আরামদায়ক ঋতু আসে। কিন্তু এগুলি প্রত্যাবর্তনশীল নয়। ইবাদত এরূপ মৌসুমী অবস্থার নাম নয়। ইবাদত চিরস্থায়ী জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ইবাদতের উদাহরণ এরূপ যেমন আমরা বাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে থাকি। জীবিত থাকার কয়েক প্রকার নিয়ম আছে যা মানুষের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু জীবন ধারণের সাথে বাতাস ও শ্বাস-প্রশ্বাসের যে সম্পর্ক রয়েছে, এরূপ দৃঢ় চিরস্থায়ী, জরুরী এবং সর্বক্ষণব্যাপী সম্পর্ক আর কোন কিছুতে নেই। সুতরাং ইবাদতের এরূপ সম্পর্কই মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে রয়েছে! এ রকম ইবাদত যিক্‌রে ইলাহীর (আল্লাহ্‌র স্মরণ) মাধ্যমেই সর্বক্ষণ অব্যাহত থাকতে পারে। কিন্তু যে নামায কুরআন করীম আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছে এবং সুন্নাত আমাদের সম্মুখে বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করেছে, তা হলো কমপক্ষে যিক্‌রে ইলাহী—যা ছাড়া মানুষ জীবিত থাকতে পারে না। এই কারণে আজ পুনরায় আমি বিশেষভাবে নামাযের গুরুত্বের প্রতি জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভবিষ্যৎ বংশধরগণের নামাযের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করুন ঃ

আমি জানি যারা এই মজলিসে উপস্থিত আছেন তাদের অধিকাংশই আল্লাহ্‌র ফযলে নামাযে অভ্যস্ত। কিন্তু বর্তমানের কথা বলছি না, আমি ভবিষ্যতের কথা বলছি। যারা আজ নামাযী, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সন্তানগণ নামাযী না হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাদের চোখের সামনে নামাযে প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আহ্‌মদীয়াতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা দেয়া যায় না এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আহ্‌মদীয়াতের ভবিষ্যত সম্বন্ধে সুখময় কল্পনা করার অধিকার আমরা লাভ করতে পারি না। অতএব, প্রাপ্ত-বয়স্ক আহ্‌মদী, তিনি পুরুষ হোন বা মহিলা—সাধারণভাবে প্রত্যেকের কাছে আমি বিনীত নিবেদন করছি যে,

আপনারা নিজ নিজ পরিবারে আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের নামাযের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি-পাত করুন, যাচাই করুণ, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন—প্রত্যহ জিজ্ঞেস করতে থাকুন তারা কতবার নামায পড়ে ; খোঁজ নিয়ে দেখুন যে, নামাযে যা কিছু পড়ে তার অর্থ তারা বুঝে কি-না ; যদি বুঝে তবে মনোযোগ সহকারে নামায পড়ে, না এই উদ্দেশ্যে পড়ে যে-যতশীঘ্র মাথার বোঝা ফেলে দেয়া যায় ততশীঘ্র অবসর হয়ে পার্থিব উপার্জনের কাজে লিপ্ত হতে পারবে ? এ দিক থেকে যদি আপনারা পরীক্ষা করেন এবং সঠিক ও সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরীক্ষা করেন তবে আমার ভয় হয়, যে ফলাফল আপনাদের সামনে আসবে তা অন্তরকে বিচলিত এবং অস্থির করে তুলবে।

সত্যকে স্বীকার করার সাহস সৃষ্টি করুন ঃ

হয়ত বলতে পারেন যে, এরূপ বিষয় এমন এক মজলিসে আলোচনা করা যেখানে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত রয়েছেন ভাল প্রভাব সৃষ্টি করবে না। কেহ বলতে পারেন যে, এই স্বীকারোক্তি যা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং বিরোধীরা এতে খুশী হতে পারে—এমন প্রকাশ্যে আলোচনা করা ভাল কথা নয়। কিন্তু আমি একটুও ভ্রুক্ষেপ করি না যে সত্যকে স্বীকার করার ফলে পৃথিবীর কে কি বলবে ! আপনারা সত্যকে স্বীকার করার মত সাহস সৃষ্টি না করা পর্যন্ত আপনাদের ধর্মীয় অবস্থার সংশোধন হতে পারে না, আপনাদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন হতে পারে না, এবং আপনাদের আধ্যাত্মিকতা পরিশুদ্ধ হতে পারে না। আমাদের অবস্থা সবই খোদার সম্মুখে রয়েছে, এবং খোদার দৃষ্টির সম্মুখে আমরা উন্মুক্ত কিতাবের ন্যায় পড়ে আছি। অতএব আমাদের সকল স্বীকারোক্তিই আমাদের খোদার সমীপে। এই অনুভূতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আপনাদের অন্তরকে ঝাঁকুনী দেয়ার জন্যে আমি জরুরী মনে করছি যে, আজ এই খুতবায় বিশেষভাবে আপনাদের দৃষ্টি সেই আশঙ্কাজনক রোগের প্রতি আকর্ষণ করি, যা—আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্যে নানভাবে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হতে পারে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একই রোগ ঃ

আমি বলেছি—বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলিতে এই রোগ দেখা যাচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু যখন আমি প্রাচ্যের দেশগুলির অবস্থার কথা চিন্তা করি তখন দেখি, তাদের অবস্থাও পশ্চিমাদের চেয়ে খুব বেশী ভাল নয়। এমনকি পাকিস্তানের প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখতে পাই, সেখানকার জামা'তের অবস্থাও অনেক দিক দিয়ে দুঃশ্চিন্তার কারণ।

খোদ্দামুল আহমদীয়া, ওয়াকফে জাদীদ ও আনসারুল্লাহ্‌র সাথে জড়িত থাকায় এবং গ্রাম্য জামা'তসমূহে ঘোরা ফেরার ফলে আমার এক দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা রয়েছে। গ্রাম্য জামা'ত গুলোকে যেহেতু আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছায় নিকট থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে, প্রকৃতিগতভাবে আমি পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ্য রাখতে অভ্যস্ত ছিলাম, তাই আমি প্রত্যেক ভ্রমণকালীন সময়ে বক্তৃতার পরিবর্তে বিস্তারিত ভাবে অবস্থা যাচাই করে দেখার চেষ্টা

করেছি। অনেক সভায় প্রোগ্রামে নির্দ্ধারিত বক্তৃতাকেও বাদ দিয়েছি এবং যুবক ও কিশোর-দের দাঁড় করিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছি যে, নামাযের অবস্থা কি? তোমরা নামায পড় কি-না? নামায পড়তে জান কি না? যদি জানে—শুনতে চাইতাম। যারা শোনাতে পারতো তাদের আবার অর্থ জিজ্ঞেস করতাম। মোট কথা, আমি খুব বিশদভাবে পরীক্ষা নিয়েছি এবং আমার এই ভ্রমণসমূহে সর্বদা জামা'তকে সাবধান করে এসেছি যে, আমরা আজ আমাদের সন্তানদেরকে যে অবস্থায় দেখছি, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। অতএব শুধু পশ্চিমাদের অভিযুক্ত করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। পশ্চিমা দেশগুলিতে এমন কিছু অতিরিক্ত কারণ রয়েছে যা নামায থেকে গায়রুল্লাহ্‌র (আল্লাহ্ ব্যতীত) দিকে আকর্ষণ করতে অতিরিক্ত এবতেলার (পরীক্ষার) সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু প্রাচ্যের দেশগুলিতে কতিপয় ভিন্ন প্রকারের কারণ রয়েছে। সেখানে দারিদ্র, দুরবস্থা এবং আবহাওয়ার কঠিন পরীক্ষা ইত্যাদি এরূপ অনেক কারণ রয়েছে যার ফলে অনেক সময় কর্মস্থল থেকে ঘরে ফিরার পর মানুষের মধ্যে এই শক্তি অবশিষ্ট থাকে না যে, সে নিজের সন্তানের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে পারে। সুতরাং পৃথিবীর যেখানে যেখানে আহ্‌মদীয়া জামা'ত কায়েম আছে, (আল্লাহ্‌র ফযলে এখন ১১৪ ও বেশী দেশে জামা'ত আছে *) আমাদিগকে আজ থেকে এই বছরের বাকী সময়টাতে বিশেষ ভাবে নামায কায়েম করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতে হবে। তোমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হবে। এটা সত্য যে, খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ারও দায়িত্ব রয়েছে, আনসারুল্লাহ্‌র এবং জামা'তী নেযামেরও দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু হযরত আকদাস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তরবীয়াতের যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন—তা এই নয় যে, তোমরা তরবীয়াতের জন্যে জামা'তের নেযামের উপর নির্ভর কর। হুযুর (সাঃ) বলেছেন:

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته

সাবধান! তোমাদের মধ্যে প্রত্যেককেই একজন রাখাল, একজন মেষ পালক! তোমাদের প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। তরবীয়াতের এমন এক আজিমুশ্‌শান (মহান) সুক্ষ্ম তত্বটিকে—যদি কোন জাতি স্মরণ রাখে—মুসলমানগণ যদি স্মরণ রাখতেন, তবে কখনও তাদের আজ এই অধঃপতন ঘটতো না। কোন ব্যক্তি যে একজন গৃহের মালিক অথবা নিজের এলাকায় যার প্রভাব রয়েছে অথবা আপন শহরের সামাজিক গণ্ডী ছাড়িয়ে দেশ ও জাতির মধ্যে যার পদমর্যাদা রয়েছে, সে ব্যক্তির উপর হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই ফরমান প্রযোজ্য। হুযুর (সাঃ) কত সুন্দরভাবে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

তিনি বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রাখাল, মালিক নও।' راع রা'য়েন শব্দ ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা হয়, যে নিজে মেষের মালিক নয় বরং অন্যের মেষ

* বর্তমানে ১১৭টি দেশে—অনুবাদক।

পালনের দায়িত্বে নিয়োজিত। কিন্তু একথা বলেননি যে, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মালিক এবং তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে, অথবা যাদের উপর তোমার কোন রকম অধিকার বা আধিপত্য আছে, অথবা যে গোত্রের উপর তোমার প্রভাব রয়েছে তাদের সম্বন্ধে তোমাকে এইজন্য জিজ্ঞাসা করা হবে যে তাদের উপর তোমার কোন মালিকানা অধিকার আছে। কখনও নয়। বরং বলেছেন—তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, একটি ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর পরিধিতে তুমি মর্যাদার অধিকারী। তোমার মর্যাদা এক মেষ পালকের অনুরূপ। যারা তোমার অধীন এবং আজ্ঞাবহ, তাদের সবারই মালিক হচ্ছেন খোদা। এরা খোদার মেষ। যেরূপে মেষের মালিক মেষ পালকের কাছ থেকে হিসেব নিয়ে থাকেন, অনেক সময় একটি একটি মেষ গুণে নেন, কম হলে কোন আপত্তি শোনেন না, তদ্রূপ তোমাদের সবাইকে খোদার সমীপে জবাবদিহি করতে হবে। তোমরা নিজ সন্তানদেরও মালিক নও। এরা তোমাদের নিকট অর্পিত আমানত স্বরূপ। অতএব, সবচেয়ে গুরু দায়িত্ব স্বয়ং গৃহকর্তার। পুনরায় হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টিকে আরও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, গৃহকর্তৃগণও নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবেন, তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ٤।, ১১১ ''কুল্লুকুম রা'য়েন''তো সমগ্র মানবজাতিকে আওতাভুক্ত করেছে। কোন প্রকার মানুষই এই নির্দেশের আওতার বাইরে নেই। এ জন্যেই ইহা ঐ উত্তম পদ্ধতি এবং উত্তম নির্দেশ যা উপলব্ধি করে তদনুযায়ী কাজ করলে আমরা প্রকৃতপক্ষে জীবিত থাকার শিক্ষা লাভ করতে পারি। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি সে যে কোন মর্যাদারই প্রভাবশালী হোক না কেন তাকে নামাযের পর্যবেক্ষক হতে হবে। প্রত্যেক পিতাকে স্ত্রী ও সন্তানদের রক্ষক হতে হবে।

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পবিত্র স্বভাব ঃ

কুরআন করীম থেকে জানা যায় যে, হযরত ইসমাঈল আলাইহেস সালাতু ওয়াস্‌সালাম নিজ স্ত্রী এবং সন্তানদিগকে শান্ত ও ধীর স্থির ভাবে নিয়মিত নামাযের জন্য নসিহত করিতেন। ইহা অনেক অতীতের কথা—হাজার হাজার বছর পূর্বের ঘটনা! সকল নবীগণই নিজ নিজ জাতিকে নসিহত করতেন। কিন্তু মনে হয় হযরত ইসমাঈল আলাইহেস সালাম এ বিষয়ে এরূপভাবে মন প্রাণ দিয়ে নসিহত করতেন এবং এ সম্বন্ধে এতই বিচলিত থাকতেন যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁর উপর প্রেম ভালবাসাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং তাঁর চিরস্থায়ী কিতাব কুরআন করীমে তাঁর স্মৃতি সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। এ থেকে আরও একটা শিক্ষা আমরা লাভ করে থাকি যে -কোন কাজ আমরা দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে যত গোপনেই করি, লোক চক্ষুর অন্তরালে গিয়ে করি, জনাকীর্ণ শহরের মাঝখানে করি, অথবা মরুভূমির মাঝে এক ছোট্ট বস্তিতে করি, শহরের গলিতে করি বা এক আপন ঘরের কোণে বা যেখানেই করি না কেন তা সবই খোদা দেখতে পান। এবং আল্লাহ্‌ যে কাজকে গ্রহণ করেন সে কাজ তিনি প্রেম ও ভালবাসার

দৃষ্টিতে দেখে থাকেন ; বিনষ্ট বা বিফল হতে দেন না। এই নসিহতের যে পুরস্কার হযরত ইসমাঈল (আঃ) পরকালে পাবেন তা আলাদা। কিন্তু তাঁর দৃষ্টান্তকে কিয়ামতকাল পর্যন্ত দুনিয়ার সামনে জীবন্ত উপস্থাপন করে দেয়া এমন একটি মহান পুরস্কার, যার নমুনা দুনিয়াতে অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়।

এই নসিহত বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করুনঃ

সুতরাং হযরত ইসমাঈলী-গুণ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করুন। নিজের স্ত্রীর নামাযের প্রতি মনোযোগী হোন, সন্তানদের নামাযের প্রতি দৃষ্টি রাখুন, কন্যাদের নামাযের প্রতিও নযর দিন, মনে রাখবেন, এ কাজ যদি বাল্যকাল থেকে আরম্ভ না করেন তবে তা ফলপ্রসূ হবে না, এরূপ পরিশ্রমের আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। এটাও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় নসিহত। হুযূর (সাঃ) বলেছেন—শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার ডান কানে আযান দিও এবং বাম কানে তক্‌বীর দিও। এই নির্দেশের মাধ্যমে হুযূর (সাঃ) প্রকৃতির এই গুঢ় রহস্য তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে—তরবীয়াতের জন্য কোন নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার অপেক্ষা করতে হয় না। যখনই শিশু মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে আসে তখন থেকেই তোমার দায়িত্ব শুরু হয়ে যায়। সেই দিন থেকেই তার তরবীয়াতের কাজ শুরু হয়ে যায়। এই বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে আলোকপাত করেছি। অতীতে হয়তো কোন অজ্ঞ ব্যক্তি প্রশ্ন তুলতে পারতো যে, এই নির্দেশ অর্থহীন ও অকেজো কারণ প্রথম দিনের শিশু না কোন ভাষা বুঝে, না কোন সংকেত বুঝে, এমন কি আপন মা-বাপকেও চিনতে পারে না! তার কানে আযান দেবার কি অর্থ হতে পারে! গবেষণা অতি বিস্তারিত ভাবে বিষয়টিকে খুলে দিয়েছে, এবং এই ধারণা দূর করে দিয়েছে যে, শুধু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই শিশু প্রভাব গ্রহণ করে না বরং বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এ তথ্যও উদ্‌ঘাটন করেছে যে, জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভে থেকেই সে বাহ্যিক জগতের প্রভাব গ্রহণ করে থাকে। এ বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমার দৃষ্টি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অপর একটি নসিহতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। হুযূর (সাঃ) বলেছেন যে—স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময়ও তোমরা দোয়া করবে। শয়তানের স্পর্শ থেকে বেঁচে থাকতে এবং খোদার আশ্রয় ভিক্ষা করে দোয়া করতে থাকবে। এতে বুঝা গেল যে, তরবীয়াতের এক বিশেষ পর্ব জন্মের পর থেকে শুরু হয়, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে জন্মের পূর্বেই তরবীয়াতের এই অধ্যায় শুরু হয়ে যায়। মাতৃগর্ভে শিশুর গঠনের সময় বা তা শুরু হওবার সময় অথবা গঠনের সম্ভাবনার সময়ও ভবিষ্যত বংশধরদের তরবীয়াতের প্রতি মানুষের দৃষ্টি দেয়া এবং খোদাতা'লার নিকট দোয়া করা উচিৎ!

ভবিষ্যত বংশধরের জন্যও দোয়া করুনঃ

পুনরায় আমি আরও বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখলাম যে, বিষয়টি এর চেয়েও বেশী গভীর এবং সুদূর প্রসারী। নবীগণের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তারা তাঁদের দীর্ঘ

কাল পরে ভবিষ্যতে আগমনকারী বংশধরদের জন্যেও দোয়া করতেন, যখন তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। সেই মক্কা নগরী, যা আজ বিশ্ববাসীর জন্যে আশ্রয়স্থল, এর ধ্বংসাবশেষের উপর ইব্‌রাহীম আলায়হেস সালাম যখন নূতনভাবে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন, তখন তিনি ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী তাঁর বংশধরগণের জন্যে দোয়া করেছিলেন। অতএব ইহা নিশ্চিত সত্য যে, তরবীয়াতের কাজ শিশুর বড় হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে না, বরং তা জন্মের সাথে সাথে—জন্মের পূর্বে—এমন কি জন্মের অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ আপনারা শুধু নিজ নিজ সন্তানদের জন্যেই দোয়া করবেন না, বরং অনাগত ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যেও দোয়া করবেন।

দোয়া ব্যতীত শুষ্ক নামাযী সৃষ্টি হবে ঃ

সব বিষয়ে চিন্তা করার সময় আমার মনোযোগ এ বিষয়টির প্রতি নিবদ্ধ হয় যে, 'প্রত্যেক কথার কেন্দ্র-বিন্দু হলো দোয়া।' দোয়া ছাড়া কোন পরিশ্রম ফলপ্রসূ হয় না। সুতরাং যে সকল পিতামাতা সন্তানদের তরবীয়াতের জন্যে দোয়ার সাহায্য নেয় না, তাদের পরিশ্রম যত বেশীই হোক না কেন—সাফল্যমণ্ডিত হয় না। যদি দোয়ার পানি ব্যতীত শুষ্ক পরিশ্রম করা হয় তবে মনে রাখবেন তারা শুষ্ক নামাযী সৃষ্টি করবেন, কিন্তু প্রকৃত ইবাদতকারী সৃষ্টি করতে পারবেন না। এই বিষয় যখন আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে চিন্তা করার পর উপলব্ধি করলাম যে, কেন কোন কঠোর পন্থী পিতামাতার সন্তানেরা নামাযে প্রতিষ্ঠিত হলেও তা'রা নামাযের আসল রূহ (প্রাণ) থেকে বঞ্চিত থাকে। যেমন একটি মেশিন ঘুরতে থাকে এবং একটি রবোট চলতে থাকে, যে গুলোর মধ্যে জীবনের স্পন্দন বর্তমান থাকে, কিন্তু ও গুলোর ভেতরে প্রাণ থাকে না, তদ্রূপ ইবাদতও (অনেক সময়) প্রাণহীণ হয়ে থাকে।

অতএব শেষ কথা,—এমন বলা উচিত যে, ইহাই প্রথম এবং শেষ কথা যে, আপনারা ভবিষ্যত বংশধরকে ইবাদতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে দোয়ার প্রতি মনোযোগী হোন, দোয়ার মধ্যে বিনয় নম্রতা সৃষ্টি করুন। দোয়ার মধ্যে ব্যাথা বেদনা সৃষ্টি করুন, দোয়ার মধ্যে কাঁদাকাটির অবস্থার সৃষ্টি করুন। এই দোয়ার ফলে যেন খোদাতা'লা আপনার ব্যাকুলতা ও অস্থিরতাকে অনুভব করেন এবং জানতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে আপনি আপনার সন্তান-সন্ততি ও ভবিষ্যতকাল পর্যন্ত আগমনকারী আপনার বংশধরগণকে তার ইবাদতগুযার বান্দা (উপাসনা কারী দাস) হিসেবে গড়ে তুলতে চান। যদি এরূপ করেন তবে আগামী সফর আরম্ভ করার পূর্বে আপনি সীরাতে মুস্তাকীমের প্রান্তে দণ্ডায়মান হবেন। আপনার সীরাতে মুস্তাকীমে চলার সূচনা আরম্ভ হয়ে যাবে। তারপর আপনি এই পথে যখন অগ্রসর হতে থাকবেন, সর্বদা দোয়ার কথা স্মরণ রাখবেন এবং দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকবেন। দোয়ার দ্বারা আশ্চর্যজনক কাজ হয়ে থাকে, বিস্ময়কর পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে থাকে। দোয়ার ফলে নসিহতের মধ্যে নতুন অনুভূতি জন্মে। যে নসিহতকারী দোয়াতে অভ্যস্ত নয় এবং দোয়া বিহীন নসিহত করে থাকে, প্রাণহীন, সে নসিহতের রূহ (আত্মা)

বিদ্যমান থাকে না। সে ব্যক্তির নসিহত অনেক সময় সৌন্দর্যের পরিবর্তে নানা প্রকার অনিষ্টের জন্ম দিয়ে থাকে। এরূপ ব্যক্তি যে সর্বদা দোয়াতে অভ্যস্ত নয় এবং প্রতিটি মুহূর্ত যার দৃষ্টি খোদাতা'লার প্রতি নিবদ্ধ থাকে না তার নসিহত অনেক সময় তার নিজের জন্যেও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তার নসিহতের শুষ্কতা তার রূহের (আত্মার) পানিকে চুষে নেয় এবং ক্রমশঃ সে নিজে এক মেশিনে পরিণত হয়ে যায়। অনেক সময় শুষ্ক নসিহত কারী অহংকারী হয়ে পড়ে। অহংকারী হয়ে অনেক সময় শুধু যে সে খোদাতা'লার রাস্তা থেকে দূরে সরে যায়—তা নয়, বরং যাদেরকে সে নসিহত করে তাদেরকেও পুণ্যের দিকে চালানোর পরিবর্তে মন্দের দিকে ঠেলে দেয়; এবং এরূপ নসিহত না তার নিজের উপকারে আসে, না তাদের উপকারে আসে যাদেরকে নসিহত করা হয়ে থাকে।

শুষ্ক নসিহতকারী দেশ

কয়েকটি দেশ আছে যেগুলোকে আপনাদের সামনে উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা হচ্ছে। সেখানে আল্লাহ্‌র নামে কত রকম আন্দোলন গড়ে তোলা হয় কিন্তু কোন ফল হয় না। কারণ ঐ নসিহতসমূহ তাক্‌ওয়া ও দোয়া থেকে বঞ্চিত। জামা'তে আহ্‌মদীয়ার এরূপ হওয়া সমীচীন নয়। সমগ্র বিশ্বের জন্য আহ্‌মদীয়াত আজ ঐ শেষ নমুনা, যা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নমুনারই 'পুনর্জীবন।' সুতরাং আজ যদি এই নমুনা আহ্‌মদীয়াতের মধ্যে জীবিত না হয় তবে সমগ্র বিশ্ব চিরকালের জন্যে মরে যাবে। অতএব, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভাষায় বলছি, তোমরা খোদাতা'লার ঐ শেষ জামা'ত যার প্রতি বিশ্ব-স্রষ্টার দৃষ্টি নিবদ্ধ, যার সাথে সমগ্র মানব জাতির জীবিতকরণের দায়িত্ব সংযুক্ত করা হয়েছে। এই আজ মুশ্‌কান (মহান) কাজ দোয়া ব্যতীত সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এই মহান কাজ কোনক্রমেই সম্ভব নয় — যদি না আপনারা আপনাদের অবর্তমানে খোদাতা'লার ইবাদতকারী বংশধর রেখে যান এবং যে পর্যন্ত এরূপ না হয় যে, মৃত্যুর পূর্বে আপনাদের সন্তানদের প্রতি তাকালে সান্ত্বনা ও খুশীতে আপনাদের মন ভরে যায় যে—হ্যাঁ আমরা খোদাতা'লার পথে ইবাদতকারী সন্তান-সন্ততি রেখে যাচ্ছি। যে পর্যন্ত আপনি তাদের তাক্‌ওয়া দেখতে না পান সে পর্যন্ত আপনার জীবনও বৃথা, মরণও বৃথা। এই কারণে এই বিষয়ের প্রতি গভীর মনোযোগ দিন। সর্বদা অস্বস্তি বোধ করুন। আপনার সন্তানদেরকে বেনামাযী দেখে আপনি কেন নিশ্চিন্তে বসে থাকেন?

ইহাতো যাত্রার শুরু, শেষ যাত্রা নয়ঃ

পুনরায় চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে "ইহাতো যাত্রার শুরু — শেষ যাত্রাতো নয়।" ইহা এমন এক যাত্রা যার সম্মুখে অশেষ পর্যায় রয়েছে। যদি আপনি দোয়ার সাহায্যে সন্তানদেরকে নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত করেও দেন তারপরও দেখবেন, নামাযের এমন অনেক আদব কায়দা আছে যা তারা এখনও জানে না। নামাযের এমন অনেক সুফল রয়েছে যা তাদের লাভ করা উচিৎ, অথচ এখনও তারা তা লাভ করেনি। নামায তাদের মনোযোগকে

দুনিয়া থেকে সরিয়ে ধর্মের দিকে ফিরাচ্ছে না। তাদের অন্তর এমন ভাবে পার্থিব জগতের সাথে জড়িয়ে আছে যেরূপ নামাযের পূর্বে ছিল। সুতরাং বিষয়গুলি গভীর মনোযোগের দৃষ্টিতে দেখবেন এবং সন্তানদের নামাযের অবস্থাকে আরো উন্নত করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকবেন।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, যেমন আমি ইতিপূর্বেও খুৎবার মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে পড়ে শুনিয়েছি এবং খুব বিস্তারিত ভাবে আসল বিষয়বস্তুর গভীরে গিয়ে আপনাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, নামায আরম্ভ করার উদ্দেশ্য শুধু ইহাই নয় যে, যদ্বারা আমরা চিরস্থায়ী জীবন লাভ করতে পারবো। নামায আরম্ভ করার পরও সম্মুখে অসংখ্য স্তর (stage) রয়েছে, যা অবিরাম চলতে থাকবে এবং এর কোন বিকল্প নেই! দুনিয়ার কোন ইবাদতকারী ইবাদতের শেষ স্তরে পৌঁছুতে পারবে না যে পর্যন্ত না সে এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারবে যে, যাঁর ইবাদত করা হয়, তাঁর কোন শেষ স্থান নেই। এবং যখন সে এই তত্ত্বকে বুঝতে পারবে যে, তার শেষ গন্তব্যের কোন গন্তব্য-স্থল নেই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিকে পর্যায়ক্রমে অবিরাম চলতে থাকার নামই নামাযের পূর্ণতা, তখন ইহা নামাযের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হয়ে যায়। এ দ্বারা আমরা এই গোপন তত্ত্বটি বুঝতে পেরেছি যে, যে নামাযে কখনও বিরতী আসে তা যিন্দা নামায থাকে না। এরূপ নামায যার অগ্রগতি থেমে যায়, তা নিশ্চিতরূপে সঞ্জীবনী সুধা থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করে। ইবাদত এমন বিষয় যাতে কোন বিরতী নেই।

সুতরাং এই দিকটা ভাল করে বুঝে নেয়ার পর আপনি আপনার সন্তানদের প্রতি মনোযোগ দেবেন এবং নিজের প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন। ফলে, আপনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই ছন্দের মর্ম বুঝতে সক্ষম হবেন:

ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسل
تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے

"হে শ্রেষ্ঠ রসূল! তোমার কারণেই শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়েছি আমরা;
তোমার অগ্রসর হওয়াতেই সম্মুখে পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা।"

এখন আপনাকে সম্মুখে পা বাড়াতে হবে যাতে করে আপনার সন্তানরাও আপনার পিছু পিছু পা বাড়ায়, তা হলে ইহা একটি একতরফা নসিহতের বিষয় থাকবে না। তখন আপনি সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন এবং এই বিষয়টির তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করতে পারবেন যে, আপনাকে আপনার নামাযের অবস্থাকে আগের চেয়ে উন্নত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে; এর সাথে সাথে আপনাকে অনুসরণ করতে সন্তানদেরকে ইশারা করতে হবে ও তাগিদ দিতে হবে; এবং আপনি নামাযে যা সুফল পাবেন তার মধ্যে সন্তানদেরকেও অংশীদার করতে হবে। তা হলে তারা বুঝবে যে, নামায শুধু লোক দেখানো নকশার ফুল নয়, বরং ইহা এমন

ফল প্রদানকারী বৃক্ষ, যাতে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র রহমত, ফযল, তাঁর নৈকট্য ও প্রেমের ফল ধরে থাকে। তখন এই নামায ফলদায়ী হবে এবং সর্বদা জীবন্ত হতে থাকবে। অতএব আপনারা নামাযের তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

এ পথে চলতে সাহস হারাবেন না ঃ

গভীর দৃষ্টি দিয়ে সন্তানদের অবস্থাকে পরীক্ষা করুন এবং নিজের অবস্থাকেও পরীক্ষা করুন। অতঃপর উভয়ে মিলিতভাবে দোয়ায় রত থেকে এই ভ্রমণকে অগ্রগামী রাখুন। এ পথে অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন। অনেক পর্যায় আসে যেখানে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, নিরাশ হয়ে পড়ে। মনে করে আর কতকাল এই কাজ করতে থাকবো। কখনও বা মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সন্তানদেরকে নসিহত করা হয় কিন্তু তারা সেদিকে মনোযোগ দেয় না। অনেক সময় সে অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করে যে—আমি কি করতে পারি, কোন ভাষায় বুঝাতে পারি যে, ইবাদতের মধ্যেই তোমাদের জীবন! মানুষ দুর্বল, অসহায়, কোন মতেই সফল হয়ে উঠে না। কিন্তু মনে রাখবেন যে এমন অবস্থায় কখনও নিরাশ হবেন না। এসময় আবার স্মরণ করবেন যে, প্রকৃতপক্ষে বিনীত দোয়ার উপরই আপনার সম্পূর্ণ ভরসা। এমতাবস্থায় আপনি নসিহতের বিফলতায় যখন মনে ব্যাথা অনুভব করবেন সেই সময়টাই বিশেষভাবে দোয়া করার সময়। আমি জানি যে, আপনারা অনেকেই এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রাখেন। কিন্তু যারা এরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রাখেন না তাদের জন্যে বলছি।

নিরাশার মধ্যেও জীবন বারি ঃ

আমি আমার জীবনে বহুবার অনুভব করেছি যে, হতাশার সময় হতাশার মধ্য থেকেও জীবন দায়িনী পানি নির্গত হয়ে আসে যদি আপনি দোয়াতে মনোনিবেশ করেন। যখন দেখবেন যে, আপনার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে, কোন ফলোদয় হচ্ছে না, তখন যদি আপনি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে আল্লাহ্‌কে ডাকেন খুব আনুগত্য, বিনয় ও নম্রতার সাথে প্রার্থনা করেন, তবে ঐ ব্যর্থতার মধ্য দিয়েও সাফল্যের এমন ঝরণা নিঃসৃত হবে যা সালসাবীল (বেহেশ্‌তের ফোয়ারা)-এ রূপান্তরিত হবে, যা আপনাকে অনন্ত জীবন দান করবে। সুতরাং এরূপ আত্মিক প্রেরণার সাথে আপন সন্তানদেরকে নামাযে প্রতিষ্ঠিত করুন। এবং যেরূপ আমি বলেছি — আপনাকে অবশ্যই প্রথম পাঠ থেকে আরম্ভ করতে হবে। প্রথমতঃ তাদের মধ্যে প্রাত্যহিক নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

কঠোরতায় এ কাজ হবে না ঃ

স্মরণ রাখবেন যে, এ কাজ কঠোরতার মাধ্যমে চলবে না। দোয়ার ফলে আপনার অন্তরে এক প্রকার নম্রতা আসবে, দোয়ার পর আপনার মধ্যে এক প্রকার বিনয় সৃষ্টি হবে এবং দোয়ার ফলে আপনার সন্তানদের মনও কোমল হয়ে যাবে। অতঃপর আপনি তাদেরকে স্নেহ ও ভালবাসার সাথে বুঝাতে থাকুন। এটা জরুরী নয় যে, প্রথম দিনেই আপনার

সন্তানেরা পাঁচ ওয়াক্তের পাকা নামাযী হয়ে যাবে। আবার এটাও জরুরী নয় যে, পাঁচ ওয়াক্তের নামাযী হয়ে গেলেই তারা সাথে সাথে ওজু এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক ক্রিয়া কর্মের ব্যাপারেও সচেষ্ট হয়ে পড়বে। অনুরূপভাবে এমন মহিলা বা বালিকাও আপনি দেখতে পাবেন যে, সাজ-গোজ নষ্ট হওয়ার ভয়ে ওজু না করে তারা তায়াম্মুম করছে। এরূপ অবস্থায় তাদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবেন না বা হাসি-বিদ্রূপ করবেন না নতুবা আপনার সব নসিহত বিফলে যাবে। ফলে, তাদের নিকটে না এসে আপনি দূরে সরে পড়বেন। দূরের আহ্বান সেরূপ প্রভাব বিস্তারী হয় না, নিকট থেকে আহ্বান যেরূপ হয়ে থাকে। একজন প্রেমিক তার প্রেমিকার সাথে চুপি চুপি যে কথা বলে সে কথার প্রভাব এত বেশী যে, জগতের সবচেয়ে উচ্চস্বরের অধিকারীর আহ্বানেও সে প্রভাব থাকে না যদি তা দূরের আহ্বান হয়।

এই গোপন রহস্য কখনও ভুলবেন না ঃ

অতএব আপনি তাদের নিকটতর (প্রিয়) থাকুন, এই রহস্য সর্বদা স্মরণ রাখুন এবং কখনও ভুলবেন না। যদি নসিহতে সফলতা কামনা করেন তবে স্ত্রী এবং সন্তানদের কাছে থাকতে হবে। আন্তরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক দিক থেকে এমন কোন কাজ করবেন না যাতে আপনার ও তাদের মধ্যে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয়। আত্মশক্তিকে সবল করুন এবং মনের প্রসারতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন। তাদের দুর্বলতা দেখে নিজের দুর্বলতার কথাও স্মরণ করবেন। আপনি নিজে প্রথম দিন থেকেই কি প্রকৃত নামাযী ছিলেন ? কত স্তর পেরিয়ে আসতে হয়েছে আপনাকে। কত শত দুর্বলতা আপনার মধ্যেও রয়েছে যা সংগে নিয়ে আপনি বেঁচে থাকছেন এবং যার সঙ্গে আপনি এক প্রকার আপোষ করে রেখেছেন। আসলে তারাও-তো মানুষ। তাদের মধ্যেও দুর্বলতা রয়েছে। অল্প বয়সের কারণে তাদের মধ্যেও এরূপ স্পৃহা রয়েছে যা বাল্যকালে অনেক সময় গায়রুল্লাহ্‌র (আল্লাহ্ ব্যতীত) প্রতি তাদের আসক্তি জন্মায়। তাদের সংশোধনের প্রয়োজন। ধীরে ধীরে তরবীয়াত (প্রশিক্ষণ) দিয়ে বিশেষ এক পদ্ধতিতে তাদেরকে পরিচালিত করতে হবে। এ ব্যাপারে আক্রমণাত্মক, কর্কশ ও ঘৃণা মিশ্রিত কথায় কোন ফল হবে না। সাহসিকতা ও সদিচ্ছা পোষণ করতে হবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আপনি চোখ বন্ধ করে নেবেন। আমি দুই প্রকারের লোক দেখেছি। এক প্রকার সদিচ্ছা প্রদর্শন করতে যেয়ে সন্তানদেরকে যা খুশী করতে ছেড়ে দেন, তাতে কোন গ্রাহ্যই করেন না। এটা সদিচ্ছা বা সৎ-সাহস নয়, বরং ইহা সংজ্ঞাহীনতা এবং এক মৃত্যু বিশেষ।

আপন সন্তানদের ধর্মহীনতায় দুঃখ অনুভব করুন ঃ

সাহসিকতা হলো — সন্তানদের অপকর্মে দুঃখ অনুভব করা। দুঃখ, দুঃখের জায়গায়ই থাকবে এবং এই দুঃখকে সহ্য করে নিয়েই পুনরায় উত্তম চরিত্রের পরিচয় দিতে হবে। সন্তানদের দুর্বলতা দেখেও যদি আপনার রুহ্ (আত্মা) অস্থির ও বিচলিত না হয় তবে খোদার কসম, আপনি সাহসী নন। আপনি মৃত। দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষার সময় সাহসিকতা প্রদর্শন

করা এবং সেই অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষ যখন ক্রোধান্বিত হয়, তখন সেই ক্রোধকে দমন করাকে সাহসীকতা বলা হয়। তরবীয়াতের জন্য এইরূপ সাহসীকতারই বড় প্রয়োজন।

হুযরত নবী করীম (সাঃ) এর এক হৃদয়স্পর্শী ঘটনা ঃ

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে এরূপ একজন সাহাবী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যিনি দীর্ঘকাল ইসলাম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন এবং মরু অঞ্চলে বসবাস করার ফলে শহরের শিষ্টাচার ও রীতি-নীতি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তিনি বলেছেন — আমি যখন প্রথম বার মদিনায় এসে মুসলমান হলাম তখন শিক্ষিত সমাজের আদব কায়দা কিছুই আমার জানা ছিল না। নামাযের নিয়ম কানুন সম্বন্ধেও আমি অবগত ছিলাম না। সুতরাং নামাযের মধ্যে আমি এমন কিছু করে বসলাম যা কোন নামাযীর পক্ষে শোভা পায় না। নামায শেষ হওয়ার পর দেখতে পেলাম, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এমন ভাবে আমাকে দেখছেন, মন হলো যেন আমাকে খেয়ে ফেলবেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইমাম ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম জানতেন যে আমার এরূপ কার্যকলাপে হুযুর (সাঃ)-এর নামাযে ব্যাঘাত ঘটেছে এবং তাঁরা এটা সহ্য করতে পারছেন না। সেই সাহাবী বলছেন, আমি বুঝলাম যে আমার এরূপ জঘন্য কাজের জন্যে তাঁরা আমার প্রতি রক্ত-চক্ষু হয়ে আছেন। আমি ভয় পাচ্ছিলাম। তখন হঠাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চেহারার উপর আমার দৃষ্টি পড়ে। হুযুর (সাঃ)-এর দৃষ্টি প্রেম ও ভালবাসায় পূর্ণ ছিল। সেই দৃষ্টি এরূপ প্রেম ও স্নেহ ভরা ছিল, যেরূপে মা অতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে নিজের সন্তানের দিকে তাকিয়ে থাকেন। হুযুর (সাঃ) আমাকে বললেন: দেখ, নামাযে এরূপ করতে হয় না, এরূপ করতে হয়। এস আমি তোমাকে দেখিয়ে দিই কিভাবে নামায পড়তে হয়।' এরূপ দু-একটি নয়, অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, বড়দেরকেও হুযুর (সাঃ) উদারতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছন, তাদেরকে তিনি ভালবাসা ও নম্রতা প্রদর্শন করেছেন এবং ছোটদের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করেছেন। জ্ঞানী ও মুর্খের সাথে তিনি একই ধরণের আচরণ করেছেন। তিনি সেই মুরুব্বী (সাঃ) যিনি সারা বিশ্ব-মানবকে জীবিত করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন। সেই মুরুব্বী (সাঃ) এর আদর্শকে আমাদের অস্তিত্বে ও দেহ মনে জাগরুক রাখতে হবে। ঐ মুরুব্বীর (সাঃ) এর নিকট থেকে আজও আমাদিগকে জীবন লাভের মন্ত্র শিখতে হবে। অতএব স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের তরবীয়াতের ব্যাপারে কখনও তাড়াহুড়া বা ঔদাসীন্য দেখাবেন না। এ দুটি ক্রিয়া উভয়ই ধ্বংসাত্মক। তাদের রোগ সম্বন্ধে অমনোযোগী বা উদাসীন থাকবেন না। নিজের অনুভূতিকে জীবিত রাখুন এবং সেই দুঃখকেও জীবিত রাখুন, যা কোন অন্যায় ও অপ্রীতিকর কাজ দেখলে স্বতঃই মুমেনের অন্তরে সৃষ্টি হয়।

অন্যায় দেখলে আঁ-হুযরত (সাঃ) যা করতেন ঃ

আমি অনেক বার বলেছি যে, সমস্ত কুরআন শরীফে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর সম্বন্ধে এমন একটি ইংগিতও নেই যে হুযুর (সাঃ) কখনও খারাপ

কিছু দেখে ক্রোধান্বিত হয়েছেন। হ্যাঁ, খারাপ কিছু দেখলে তিনি (সাঃ) খুব দুঃখিত হয়েছেন, অতিশয় কষ্ট অনুভব করেছেন। এমনকি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে খোদাতা'লা বলেছেন:

لعلك باخع نفسك ان يكونوا مؤمنين

হে মুহাম্মদ! ঐ যালেমদের জন্যে কেন তুমি নিজকে ধ্বংস করছ? তুমি কি এই দুঃখে নিজকে ধ্বংস করবে যে, কেন তারা ঈমান আনছে না? কোথাও হয়রত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রাগান্বিত হওয়ার উল্লেখ নেই, বরং যার পর নাই ব্যথিত হওয়ার উল্লেখ আছে। অতএব আপনারা কখনও আপনাদের বংশধরদেরকে নামাযে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না যদি না তাদের জন্য বেদনা অনুভব করেন। যেমন আমি উপরে উল্লেখ করেছি যে, এই ব্যথাই দোয়ায় রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এবং এই ব্যথাই প্রকৃত দোয়া; এছাড়া কোন দোয়া নেই। এমন দোয়া-ই কবুল হয় যার সাথে হৃদয় বিগলিত হয়ে থাকে। অতএব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র চরিত্রের উপর গভীরভাবে চিন্তা করলে জীবনের কত রহস্য আমরা জানতে পারি! একজন মানুষের জীবনের নয়, এক জাতীর জীবনের নয়, বরং সর্বকালের জন্যে সমগ্র মানব-জাতীর জীবনের রহস্য হুযুর (সাঃ)-এর জীবন-চরিতে লুক্কায়িত আছে এবং এ থেকেই আমাদেরকে শিক্ষা লাভ করতে হবে। সুতরাং এমনিভাবে সন্তানদিগকে নামাযের দিকে আকৃষ্ট করুন,। তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হোন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তারা নামায জানে কি না। যদি না জানে, শেখাতে আরম্ভ করুন। এভাবে দেখবেন যে আপনাদের মধ্যেও অনেকে উপলব্ধি করবেন যে, তারা নিজেও ঠিক মত নামায জানেন না। যখন নামাযের অর্থ শিখার সময় আসবে তখন দেখবেন, আপনাদের অনেকেই নামাযের অর্থ জানেন না। এরপর (নামাযের অর্থ শিখার পর) যখন এ কথা বলার সময় আসবে যে, মনোযোগ সহকারে নামায পড়তে চেষ্টা করবে, তখন অনেকেরই স্মরণ হবে যে তারা নিজেরাও মনোযোগ দিয়ে নামায পড়েন না। সুতরাং ইহা দু'পক্ষেরই তরবীয়াত হবে। আপনি আপনার সন্তানদেরকে জীবন-সুরা পান করাতে থাকবেন অপর পক্ষে সন্তানরাও আপনাকে জীবন-সুরা পান করাতে থাকবে।

ইহা এমন এক বিষয় (নামায) যা বর্ণনা করতে আমি কখনও ক্লান্ত হব না। এ বিষয়ে আমার অন্তরে যে ব্যথার আগুন জ্বলছে তা আপনাদের অনেকে কল্পনাও করতে পারবেন না। আমি কখনও নিজেকে দায়িত্ব পালনকারী বলে মনে করতে পারব না, যে পর্যন্ত না আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি যে — আহ্‌মদীয়া জামা'ত আগামী শতাব্দীতে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে নামাযের ব্যাপারে শত শত গুণ বেশী জাগ্রত হয়ে গেছে, এবং আমরা আগামী শতাব্দীতে এরূপভাবে খোদাতা'লার সমীপে মাথা অবনত করে প্রবেশ করছি যে — আমরা নিজেরা, আমাদের স্ত্রীগণ, আমাদের কন্যাগণ, পুত্রগণ, মায়েরা, বোনেরা, আমাদের ভাইয়েরা এবং আমরা ছোট বড় সকলেই ইবাদত করতে করতে ইবাদতের আসল রূহকে বুঝে নিয়ে বিনীতভাবে ভবিষ্যত বংশধরগণের জন্যে দোয়া করতে করতে আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করছি।

আল্লাহ্ করুন, এরূপই যেন হয়। আল্লাহ্ আমাদিগকে এ তওফিক দান করুন। (আমীন)

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(১৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

সুনিশ্চিত বিজয় এবং সাফল্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আখেরী যুগে ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয় এবং প্রাধান্য লাভের জন্য হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে সূরা সাফ : ১০, সূরা তাওবা : ৩৩ এবং সূরা ফাতহ : ৩০ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে ইবনে জারীর, তফসীর জামেউল বায়ান এবং বেহারুল আনোয়ার-এর উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ শিয়া ও সুন্নী উভয় তফসীর কারকগণই আখেরী যুগে আগমনকারী ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের কথা বর্ণনা করেছেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ্তা'লার মনোনীত এবং সমর্থিত দলই পরিণামে বিজয়ী হয় (সূরা মায়েদা : ৫৭, মুজাদিলা : ২২, আনফাল : ৪৩ দ্রষ্টব্য)। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহ্দীর যুগে আল্লাহ্তা'লা ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্মকে নির্মূল করে দিবেন (মুসলিম)। হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন : "কেমন করে ধ্বংস হবে সেই উম্মত যার প্রথমে রয়েছি আমি এবং শেষে রয়েছেন মসীহ্" (মেশকাত)। ফলতঃ আখেরী যুগে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাব এবং ইসলামের বিশ্ব-বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই কারণে যুগ-ইমামের প্রতি ইতায়াত করার প্রতি পবিত্র কুরআনে যেমন নীতিগত ভাবে বলা হয়েছে (সূরা নেসা ৬০, আলে ইমরান : ১০৪), তেমনিভাবে আখেরী যুগে প্রতিশ্রুত সংস্কারক এবং বিশ্ব-বিজয় দানকারী হিসেবে হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমন (সূরা জুমুয়া : ৪, নূর : ৫৬, সাফ : ৭-১০) এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন : "ইমাম মাহ্দী প্রকাশিত হওয়া মাত্রই তাঁর হাতে বয়আত করিও এমনকি বরফের উপর দিয়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে যেতে হলেও। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্র খলীফা ইমাম মাহ্দী।" (ইবনে মাজা)। "তোমাদের মধ্যে যে কেউ ইমাম মাহ্দীকে পাবে, তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে আমার সালাম পেঁৗছিয়ে দিবে।" (কনযুল উম্মাল)।

আল্লাহ্তা'লার ফযলে যথাসময়ে অর্থাৎ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আগমন করেছেন। তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচারাভিযানকে সুসংগঠিত করেছেন এবং তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আহ্মদীয়া জামা'ত এবং খেলাফত ভিত্তিক সংগঠন ঐশী সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহা-বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে শান্তি-পূর্ণভাবে কাজ করে চলেছে। ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য আহ্মদীয়া জামা'ত শান্তিপূর্ণভাবে

সর্বশক্তি নিয়োগ করে এগিয়ে চলেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, আখেরী যুগে ইসলামের 'জামালী' (সৌন্দর্য-মূলক) বিকাশ সংঘটিত হবে এমন একটি বীজের ন্যায় যা প্রথমতঃ চারা হিসাবে উদ্‌গত হবে, তারপর সতেজ ও মোটা-সোটা হবে এবং দৃঢ় ভাবে কাণ্ডের উপর দাঁড়াবে যাতে বপনকারীদের আনন্দের কারণ হয়, আর অস্বীকারীদের মনে অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হয় (সূরা ফাতহঃ ৩০) পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি ভেল্কীবাজীর মত পৃথিবীর সকল লোক সত্যকে রাতারাতি মেনে নেয়নি, বরং প্রত্যেকটি সত্য-প্রচারকারীকে অধিকাংশ লোক বিরোধিতা করেছে। আজও হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর যুগে তাঁর অনুসারীদের উপর অকথ্য যুলুম অত্যাচার করা হচ্ছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ফযলে পৃথিবীর কোণে কোণে তাদের প্রচারকার্য অধিকতর বেগে এগিয়ে চলেছে। বরং প্রতিটি বাধা এবং আঘাত এসে তাদের জয়যাত্রাকে আরও দৃঢ়তর এবং প্রবলতর করে দিচ্ছে। ইসলামের পবিত্র কলেমা **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌'** এবং ইসলামের পবিত্র রসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যিকার শান ও মর্যাদাকে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা করার আধ্যাত্মিক সংগ্রামে প্রত্যেকটি আহ্‌মদী তার জান-মাল, সময়-সম্পদের কুরবানী দিয়ে চলেছে। এই-ভাবে কঠিন সংগ্রামের পথে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তারা জেহাদ করে চলেছে (সূরা ফুরকানঃ ৫৩)। সুতরাং তাদের চূড়ান্ত বিজয় অবধারিত।

আহ্‌মদীয়া জমা'তের মাধ্যমে ইসলামের চূড়ান্ত সাফল্য এবং মহা বিজয় সম্পর্কে এই জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) ঐশী-জ্ঞানের ভিত্তিতে যে সকল ঘোষণা প্রদান করেছেন তন্মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃতির অনুবাদ নিচে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেছেনঃ—

০ **"সত্যের বিজয় হবে এবং ইসলামের জন্য পুনরায় সেই সজীবতা ও উজ্জ্বলতার দিন আসবে যা পূর্ব ছিল এবং সেই সূর্য স্বীয় গৌরবে উদিত হবে যেমন পূর্বে উদিত হয়েছিল।"** ('ফতেহ ইসলাম')।

০ **"তোমরা খোদার নিজ হস্তে বপিত বীজ বিশেষ যা ভূ-পৃষ্ঠে বপন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা জানিয়েছেন যে, এই বীজ বর্ধিত হবে, পুষ্প প্রদান করবে, এর শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে প্রসারিত হবে এবং ইহা এক বিশাল বৃক্ষ রূপে পরিণত হবে।** সুতরাং ধন্য তারা যারা খোদার বাক্যে ঈমান আনে এবং মধ্যবর্তীকালীন বিপদাবলীর জন্য ভীত হয় না। কেননা বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক যাতে খোদাতা'লা তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে নিজ বয়-আতের দাবীতে সত্যবাদী।" ('আল্‌-ওসীয়্যত' পুস্তক)।

০ **"আল্লাহ্‌ আমাকে জানিয়েছেন যে, পরিশেষে নতুন পৃথিবী ও নতুন আকাশ সৃষ্টি হবে।** পাশ্চাত্য হতে সত্যের সূর্য উদিত হওয়ার দিন অত্যাসন্ন এবং

ইউরোপবাসীগণ সেদিন প্রকৃত খোদার সন্ধান পাবে। অতঃপর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।" (তাযকেরা, পৃ-২৮৫)।

০ "হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে একা ছাড়িও না। তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী! হে আমার প্রভু! উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ইসলাহ (সংস্কার) কর। হে আমার প্রভু! আমাদের এবং আমাদের কওমের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তুমি উত্তম মীমাংসাকারী। তুমি তাদেরকে বলে দাও — তোমরা তোমাদের পন্থায় সফলতা লাভের উদ্দেশ্যে কার্যরত থাক, আমিও কর্মতৎপর আছি। তারপর দেখবে কার কর্মতৎপরতায় কবুলিয়ত ও সাফল্য লাভ হয়।" (তাযকেরা, পৃঃ ৪৭)।

০ "তুমি আনন্দ ভরে চলো। কেননা তোমার বিজয় কাল সন্নিকট এবং মুহাম্মদীয়গণের পদ উচ্চ মিনারায় দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।" (তাযকেরা, পৃঃ ১০২)।

০ "আমাকে সুনিশ্চিত সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, যদি ধর্মের কোন বিরুদ্ধাচারী আমার সম্মুখে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়, তাহ'লে আমি তার উপরে জয়যুক্ত হবো এবং সে লাঞ্ছিত হবে।" (তাযকেরা, পৃঃ ২১৬)।

০ **"খোদা তোমার নামকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া অবধি সম্মানের সহিত কায়েম রাখবেন এবং তোমার দাওয়াতকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবেন।** আমি তোমাকে উত্থিত করবো এবং নিজের দিকে ডাকবো। তোমার নাম ভূ-পৃষ্ঠ হতে কখনও উঠবে না। এরূপ হবে যে, যে সকল লোক তোমার লাঞ্ছনা কামনায় নিমগ্ন ও তোমাদের অকৃতকার্য করার জন্য তৎপর এবং তোমাকে ধ্বংস করার চিন্তায় নিয়োজিত তারা সকলই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং ব্যর্থতা ও বিফলতার মধ্যেই তারা মৃত্যু বরণ করবে। কিন্তু খোদা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে সফলকাম করবেন এবং তোমার যাবতীয় আশা-আকাংখা পূর্ণ করবেন।" (তাযকেরা, পৃঃ ১৪৫-১৪৬)। (ক্রমশঃ)

হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ) বলেন ঃ

(১) "যে সময় কোন ব্যক্তি কোন নামায ছেড়ে দেয় সে সময়ই সে আহ্‌মদীয়াত থেকে বহির্গত হয়ে যায়।" (আল্‌ ফযল, ৭ই জুন, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ)

(২) "যে নামাযকে ছেড়ে দেয়, আমি তাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তার কখনও ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হবে না। মৃত্যুর পূর্বে তার উপর এমন দুর্ঘটনা আপতিত হবে যার ফলে সে ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে এবং এইভাবে সে বেঈমান হয়ে মারা যাবে।" (আল্‌ফযল, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ)

মহিলাঙ্গন

বেগম হাসিনার প্রয়াণে

চৌধুরী আবদুল মতিন

"ওসীয়্যতের" টিকেট হাতে একই পথের যাত্রী
"কিশ্‌তিয়ে নূহ্ সোয়ার হয়ে চলছে দিবস রাত্রি
যাবে দু'জন একই ঘাটে আল্লাহ্‌র ইশারায়
"বেহেশ্‌তী মোবারকে" ডাকে — আয়, আয়, আয়
"তেরই জানুয়ারী," — কতেক বৎসর আগে
চলে গেল ডাক্তার মূসা 'রাবওয়ার গুল বাগে।'
'মাহ্‌দীর (আঃ) তরীর' যাত্রী মোরা পথ কি জানিনা
"এগারই জানুয়ারীতে" পৌঁছে বেগম হাসিনা।
'উনিশ-শ-উণনব্বই সন — বিজয় যাত্রা দিনে
হাসিনা বেগম পথ—ভাল করেই চিনে।
"আহ্‌মদের (আঃ) পান পিয়ালায়" এক জোড়া পাখি
আহ্‌মদীয়াতের বেহেশ্‌তী জীবন — বলো স্মরণ রাখি।
"ওসীয়্যতের জীবন যাত্রী" — এক জোড়া প্রাণ ময়
কোথাও ছিলনা তাদের অকাল মৃত্যু ভয়!
"ডাঃ এম, এম, সাদেকের (রাঃ)" এই — প্রিয় পাত্র জোড়া
"শেরে আলীর (রাঃ)" দোয়াতেই করবে স্বর্গে উড়া!!
কাদিয়ানের ধূলা মেখে — এই দু'টি প্রাণ
লক্ষ্য পথের লক্ষ্যই ছিল — রাবওয়া গুলিস্তান।
—ইন্না-লিল্লাহে-ও-ইন্নাইলায়হে রাজেউন—
আহ্‌মদী-মু-জেজার জীবন উর্দ্ধে বহুগুণ!!

নাটোর লাজনা এমাউল্লাহর কর্মতৎপরতা

গত ৯/১/৮৯ইং সোমবার নাটোর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার অ-আহ্‌মদী সংখ্যাগরিষ্ঠ হালকা মাহ্‌মুদ নগরে হিন্দু ভ্রাতা শ্রী নির্মল চন্দ্রের বাড়ীতে আমাদের আগ্রহ ও তাদের আহ্বানে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কলি যুগে কলকী অবতার এসেছেন ইহা থেকে শুরু করে শির্‌ক ও অন্যান্য মূল্যবান বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা দেয়া হয়। এর ফলাফলে দেখা গেল যে, হিন্দু ভগ্নীগণ মূর্তি পূজার ভুল কার্যাদি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। উক্ত সভায় ছোট বড় ২০ জন আহ্‌মদী, ৪০ জন গয়ের আহ্‌মদী ও ৩ জন হিন্দু ভগ্নী উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে নির্মল বাবুর পক্ষ থেকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

১৬-১-৮৯ইং উক্ত হালকারই গয়ের আহ্‌মদী ভ্রাতা জনাব মোঃ লেদু প্রামাণিক এর বাড়ীতে গয়ের আহ্‌মদী ভগ্নীগণের সহায়তায় এক বিশেষ তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১০ জন আহ্‌মদী, ২১ জন গয়ের আহ্‌মদী ও ৩ জন হিন্দু ভগ্নী উপস্থিত ছিলেন। ইতিপূর্বে প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ীতে সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসাও হয়। এখানের গয়ের আহ্‌মদী ভগ্নীগণের মধ্যে এতই আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে যে তারা প্রত্যেক সোমবারে এরূপ সভা করার সুষ্ঠু আয়োজন করেছেন এবং সভাস্থ বাড়ীর পক্ষ থেকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপ্যায়নের ব্যবস্থা হচ্ছে। ২ জন ভগ্নী আহ্‌মদী হওয়ার জন্য প্রায় ব্যাকুল তবে স্বামীর দিক থেকে কিছু বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্‌ তাদের সহায় হন এবং শীঘ্রই তাঁরা আহ্‌মদীয়াত কবুল করার তৌফিক পান। উক্ত সীরাতুন্নবী ও তবলিগী সভাসমূহের পরিচালনা করছে খাকসার জেনারেল সেক্রেটারী নাটোর লাজনা এমাউল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ তা'লা যেন আমাদের সকলের সহায় হন। সবশেষে দোয়া করে, দোয়া চেয়ে শেষ করছি।

ওয়াস্‌সালাম

কামরুন্নাহার (বেবী)
জেনারেল সেক্রেটারী, নাটোর লাজনা এমাউল্লাহ

(৩০ এর পাতার অবশিষ্টাংশ)

ঘোরতর শত্রুও মিত্রে পরিণত হতে পারে। হযরত উমর (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-কে হত্যা করতে এসে হত্যার বদলে নিজেই তাঁর দাসত্বের শৃংখল পরে নিয়ে ইসলাম কবুল করলেন। অথচ রসূল (সাঃ)-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আবু জাহল খোদার দয়া থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে তাঁকে গ্রহণ করতে পারেনি।

কাজেই আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে, খোদার দয়া ছাড়া আমরা কখনোই সৌভাগ্যবান কিংবা সফল হতে পারি না। আমরা যদি সব কাজেই খোদার দয়া ও সাহায্য লাভ করতে পারি তবে সব কাজেই আমরা সফল হব। তাই আমাদের সবারই উচিৎ সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করা যাতে আমরা সর্বদাই তাঁর দয়া লাভ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সফল হতে পারি। সেই সাথে আমাদের এই দোয়া এবং চেষ্টাও করা উচিৎ যাতে পৃথিবীর সব মানুষই খোদার দয়া লাভ করে ধন্য হতে পারে।

খোদ্দামের কথা

মহা বিজয় ডঙ্কা

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

জগদ্বাসী শুন, শুন পাতিয়া কান
ঘোষিত হয়েছে কালজয়ী মুবাহালার আহ্বান ;
খুলিয়া দেখ পাক কুরআনে সূরা আলে ইমরান,
বাষট্টি আয়াতে আছে কি সুন্দর বিধান ;
"ডাক তব স্ত্রী পুত্র ও যত সমর্থকগণে
সবে মিলে প্রার্থনা কর স্রষ্টার দরবারে
হে সর্বশক্তিমান ! আলেমুল গায়ের খোদা
সত্যের বিজয় ঘোষণা কর, মিথ্যাকে বিনাশ কর।"
হিংসা বিদ্বেষ নেই, এতে নেই আত্মপ্রবঞ্চনা,
সত্য মাহ্দীর, সত্য খলীফার শুনহে ঘোষণা,
অতঃপর দেখ নয়ন ভরিয়া মুত্তাকী সালেহীন যাঁরা
আকাশে-বাতাসে, ভূতলে-সাগরে কেমন পড়েছে সাড়া,
মৃত আসলাম কোরেশী বাঁচে কোন রহস্যের টানে,
মিথ্যাবাদী গাদ্দারেরা এরপরে বাঁচে প্রাণে ?
পালের গোদা যালেম সর্দার ফেরাউন সম হীন,
মধ্য আকাশে বায়ু সমুদ্রে নিমেষেই হল লীন।
প্রকম্পিত হয় বিশ্ব-ভুবন দিকে দিকে পড়ে সাড়া
ঐশী শক্তির মোকাবেলায় কে আছে সামনে দাঁড়া ?
শতাব্দী ভর যারা চালিয়েছে মিথ্যার প্রচারণা
মিথ্যার কালো পাহাড় ছুঁয়েছে আকাশের ত্রিসীমানা,
বিচিত্র রং ঘুড়ি হয়ে যারা উড়ছিল মনের খুশীতে
অদৃশ্য থেকে পড়েছে টান এবার মরণ রশিতে,
সুতা ছেড়ে বসেছিলেন যিনি পরম বিচারক
এবার দেখাবেন কে তাঁর প্রিয়, কেবা মিথ্যা, প্রতারক।
সালেহীন ও মুত্তাকীগণ শুনছে বিজয়-ধ্বনি
যালেম জাহেল মোনাফেক-প্রাণে মরণ আনিছে টানি।

বিভিন্ন স্থানে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ইজতেমা সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত ঃ

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রথম শতাব্দীর শেষ লগ্নে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অতি সাফল্যের সাথে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। নিম্নে এর রিপোর্ট দেয়া হল।

রাজশাহী ঃ

গত ৬ ও ৭ই জানুয়ারী রাজশাহী বিভাগীয় ইজতেমা ভাতগাঁও মসজিদ প্রাঙ্গণে এক শোভাময় ও আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

উক্ত ইজতেমায় ২৩টি মজলিস থেকে খোদ্দাম, আতফাল ও আনসার সহ প্রায় চার শতাধিক লোক উপস্থিত ছিল। সদর মুরব্বী মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কায়েদ জনাব আবদুর রব সাহেব ইজতেমার উদ্বোধন করেন। জনাব রব, যুবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ ও কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে উন্নতি লাভের পরামর্শ সম্পর্কিত মোহ্‌তারম ন্যাশনাল আমীর ও ন্যাশনাল কায়েদ সাহেবের বাণী পাঠ করে শুনান। দ্বিতীয় অধিবেশনে সদর মুরব্বী মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেব, সদর মুরব্বী মাওলানা আনিসুর রহমান সাহেব, মোহতারম ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া সাহেব ও সব শেষে মুবাহালার জলন্ত নিদর্শনসমূহ তুলে ধরে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব খন্দকার মাহবুবুল ইসলাম সাহেব বক্তব্য রাখেন। তারপর সাংগঠনিক আলোচনা সভায় জেলা কায়েদ নজিবুর রহমান সাহেব ও জনাব মাহমুদুল হাসান তাদের রিপোর্ট পেশ করেন।

ইজতেমার অন্যান্য দিকের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, ভি, সি, আর প্রদর্শনী এবং নিজস্ব জেনারেটর দ্বারা লাইটিং এর ব্যবস্থা। সবশেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই ইজতেমায় একজন যুবক বয়াত গ্রহণ করেন।

জামালপুর ঃ

গত ৬/১/৮৯ইং তারিখ জামালপুর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম বার্ষিক ইজতেমা অতি সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

উক্ত ইজতেমা উদ্বোধন করেন জনাব বশির আহমদ চৌধুরী (প্রেসিডেন্ট জামালপুর আঃ আঃ) অতঃপর বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব আবুল কাসেম ভূইয়া (বিভাগীয় কায়েদ, চট্টগ্রাম), ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দীন, জনাব হাফেয সেকান্দর আলী, জনাব বশির আহমদ চৌধুরী। তারপর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে জনাব ইকবাল চৌধুরী (সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি) ইজাহারে তাশক্কুর করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

আল্লাহ্‌তা'লা ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী সকলকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে উন্নতি দান করুন।

(চলবে)

মোঃ নাসির উদ্দিন মিল্লাত

স্নেহের ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি খোদার ফযলে সকলকে নিয়ে কুশলেই আছ। এবার তুলনামূলক ভাবে শীত পড়েছে অনেক বেশী এবং তা শেষ হওয়ার পথে। শীতের শেষে নানা প্রকার মৌসুমী রোগ ব্যধিতে যাতে আক্রান্ত হতে না হয় সে জন্যে আগে থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল।

আজ তোমাদের দৃষ্টি একটা বিশেষ কথার দিকে আকর্ষণ করতে চাই, তা হলো দোয়া। মুবাহালার প্রকাশ্য ঘোষণার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) যে বিষয়ের দিকে জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হোল নামায এবং দোয়া। তিনি বলেছেন—বেনামাযী নিয়ে আমি দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রবেশ করতে চাই না। তিনি আরও বলেছেন —মুবাহালার ফল প্রকাশিত হওয়া নির্ভর করে আমাদের দোয়ার প্রসারতার ওপর। তাই তোমাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি তোমরা প্রিয় ইমামের (আইঃ) এ দু'টি ইচ্ছা পূরণে সচেষ্ট হবে। অর্থাৎ রীতিমত নামায পড়বে এবং সর্বদা দোয়ায় লিপ্ত থাকবে। আল্লাহ্ তোমাদের তৌফিক দান করুন।

আজ তোমাদের জন্যে থাকছে জনাব কে. এম, মাহমুদুল হাসান সাহেবের একটা প্রবন্ধ যা তোমাদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন। তাঁকে এবং তোমাদের সকলকে ধন্যবাদান্তে—

'নানা ভাই'

খোদার দয়া

কে, এম, মাহমুদুল হাসান

তোমরা জান, হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী এবং প্রথম খলীফা ছিলেন মৌলভী হেকিম নূরুদ্দীন (রাঃ)। তিনি পবিত্র কুরআনের হাফেয ছিলেন এবং তাঁর ছিল জ্ঞান অর্জনের অসীম তৃষ্ণা। তিনি জ্ঞানের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন। তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা এতো উন্নত ছিল না। দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করা ছিল ভীষণ পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু তিনি পরিশ্রমকে অগ্রাহ্য করে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অংশে এমনকি সুদুর আরবেও গিয়েছিলেন জ্ঞানের অন্বেষণে এবং শাহ আবদুল গনি মোজাদ্দেদী

প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের কাছে তিনি জ্ঞানের অন্বেষণ করেন। অবশেষে তিনি এই যুগের একমাত্র আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সন্ধান পেলেন এবং তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে শুধুমাত্র প্রশ্ন করলেন যে, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ হবার দাবী করেছেন কিনা? তাঁর জবাব শোনা মাত্রই তিনি তাঁকে মেনে নিয়েছিলেন। অথচ কাদিয়ানের একেবারে নিকটবর্তী বাটালা নিবাসী মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন আল্লাহ্‌র দয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ায় যুগ-ইমামকে চিনতে পারেন নি' বরং বিরোধিতা করেছেন এবং ঐশী-জ্ঞানও তিনি পান নি। আসলে, সত্য পথ পাওয়া এবং সত্যিকার জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উপায় হ'ল খোদার দয়া। তিনি দয়া করলেই আমরা তা লাভ করিতে পারি। খোদার দয়া লাভ করলে মানুষের অন্তর কিভাবে দ্রুত বদলে যেতে পারে নীচের ঘটনাটি পড়লেই তা' বুঝতে পারবে:—

হযরত মৌঃ নূরুদ্দীন (রাঃ) শুধু একজন মহাজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি একজন নামকরা চিকিৎসকও ছিলেন। বহু দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্যে আসতেন। মার্দান (বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি শহর) থেকে এমনি একজন তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্যে এলেন। তিনি দীর্ঘদিন থেকে রোগে ভুগছিলেন, কিন্তু কিছুতেই রোগ সারছিল না। তিনি হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর ঘোরতর বিরোধী হবার কারণে সহজে কাদিয়ানেও আসতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু রোগের চিকিৎসার জন্যে যখন তিনি কাদিয়ানে এলেন, তখন, আহ্‌মদীরা যে এলাকায় বাস করতো সে এলাকাতেই থাকলেন না। অন্য এলাকাতে তিনি উঠলেন। তাঁর চিকিৎসাও এগিয়ে চলল এবং তিনি ক্রমান্বয়ে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। কাদিয়ানে থাকাকালীন সময় তাঁর সাথে একজন আহ্‌মদীর বেশ সখ্যতা হয়। তিনি তাকে আহ্‌মদীদের মসজিদে নিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু তার ঐ এক কথা মির্যা সাহেবের সাথে তিনি দেখাটি পর্যন্ত করবেন না। অবশেষে তিনি এই শর্তে রাজী হলেন যে, যখন হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) মসজিদে থাকবেন না কেবল মাত্র তখনই তিনি আহ্‌মদীদের মসজিদে যাবেন। এই অনুযায়ী এমন এক সময় তাকে নিয়ে সেই আহ্‌মদী বন্ধু মসজিদে প্রবেশ করলেন যখন কোন নামাযের সময় ছিল না এবং হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বা অন্য কোন ব্যক্তিই সেই মসজিদে ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ছিল অন্য রকম, তিনি ঢুকবার পর পরই হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবেই হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কোন বিশেষ কাজের জন্যে সেই মসজিদে প্রবেশ করলেন। সাথে সাথেই ঐ ব্যক্তি তাঁকে দেখেন ও দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। তার ভেতর এক আশ্চর্য পরিবর্তন সূচিত হয়, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সেই আশ্চর্য রকমের জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন এবং শত্রুতা ভুলে গিয়ে যুগ-ইমামের (আঃ) পা জড়িয়ে ধরেন। তিনি বিহ্বল হয়ে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর হাতে তখনই বয়আত গ্রহণ করেন এবং আহ্‌মদীয়াতের আলোতে নিজেকে উজ্জল করে মহা-সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হন। দেখ। খোদার দয়া লাভ করে মানুষের অন্তর কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এভাবেই খোদার দয়া লাভ করলে

(অবশিষ্টাংশ ২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিজ্ঞপ্তি

এডিশনাল ওকীলুত তবশীর জানিয়েছেন যে, হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেছেন যে, বিভিন্ন দেশে আহ্মদীয়া মিশন হাউস বা মসজিদ দর্শনকারীরা কখনও কখনও কিছু দান করে থাকেন। হুযূর (আইঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যেন রশিদ প্রদান করা হয় এবং তাঁকে (আইঃ) যেন অবহিত করা হয়।

কতক মিশনে, বিশেষ করে ইউরোপের মিশনসমূহে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা ভিন্ন জাতীয়তার লোকেরা কিছু দান করে থাকেন। এই সকল দান যথাযথ রশিদের মাধ্যমে গ্রহণ করা উচিত যদিও তারা তা না চায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, কোন কোন জামা'তে দানের জন্যে দান বাক্স ব্যবহার করা হয় এবং তা মসজিদের সম্মুখে থাকে। হুযূর (আঃ) এ সব দান বাক্স সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দানের বিপরীতে যথাযথ রশিদ প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

যদি মনে করা হয় যে, মিশন কর্তৃক রশিদ ইস্যু করলে তা অপব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাহলে এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে যথাযথ নির্দেশ তলব করা যেতে পারে।

ন্যাশনাল আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া

আহ্মদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষ্যে
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার তরফ থেকে প্রকাশিত বা ব্যক্তিগতভাবে কোন আহ্মদী কর্তৃক প্রণীত, প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা, প্রচার পত্র এবং পত্রিকার একটা তালিকা তৈরী করে সত্বর যেন নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠানো নয়। এখানে আরও উল্লেখ থাকে যে, উক্ত তালিকায় এ সকল পুস্তকাদি বা পত্র পত্রিকার (১) প্রথম প্রকাশের তারিখ (২) কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং (৩) সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ছবি সহ প্রণেতার নাম অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

সদর নুমায়েশ কমিটি
প্রযত্নে-দারুয্ যিয়াফত
রাবওয়া, পাকিস্তান

বিঃ দ্রঃ—এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং ব্যক্তিবর্গকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তারা যেন উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক বিবরণাদি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন, যাতে ঐ তালিকা পূর্ণাকারে প্রণয়ন করে যথাসময়ে কেন্দ্রে পাঠানো যায়।

ন্যাশনাল আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

ইতিপূর্বে অত্র পত্রিকার ১৪ শ সংখ্যায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আগামী মার্চ '৮৯ মাসে পাক্ষিক আহ্‌মদী 'শত বার্ষিকী জুবিলী সংখ্যা" হিসাবে প্রকাশিত হবে এবং এ উদ্দেশ্যে লেখক লেখিকাদের নিকট থেকে প্রবন্ধ, সংকলন, আহ্‌মদীয়াতের ইতিহাস সম্পর্কিত ঘটনা, কবিতা ইত্যাদি আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কতিপয় লেখাই মাত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। তাই সময় সীমাকে ২৫ই ফেব্রুয়ারী '৮৯ পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে। এ প্রসংগে উল্লেখ থাকে যে, লেখা অবশ্যই বিষয় কেন্দ্রিক, সংক্ষিপ্ত, সাদা ফুলস্কেপ সাইজের এক পিঠে, এক হাজার শব্দের মধ্যে এবং স্পষ্টাক্ষরে হতে হবে।

সম্পাদক
পাক্ষিক আহ্‌মদী

এতদ্বারা জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে রক্ষিত বইপত্রগুলো নতুন করে ক্রমানুসারে তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। যদি কোন ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট লাইব্রেরীর কোন বইপত্র থেকে থাকে তবে সত্বর সেগুলো খাকসারের নিকট জমা করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

তাছাড়া যদি কোন ভ্রাতা বা ভগ্নী কোন দুর্লভ, মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় বইপত্র কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে অনুদান হিসাবে পেশ করতে চান তবে সেগুলো লাইব্রেরীর রেজিষ্ট্রিভুক্ত করার মাধ্যমে সাদরে গ্রহণ করা হবে ইনশাআল্লাহ্‌।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার
কাওসার আহ্‌মদ
লাইব্রেরীয়ান
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

সংবাদ

সীরাতুন্নাবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২০শে জানুয়ারী '৮৯ ক্রোড়া লাজনা এমাউল্লাহর উদ্যোগে এক সীরাতুন্নাবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয় জনাব হারুন-অর-রশিদ সাহেবের বাড়ীতে। সভায় বহু গয়ের আহ্‌মদী মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন বক্তা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন।

অনুরূপভাবে গত ২৫-১-৮৯ তারিখে মজলিসে আতফালুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগেও এক সীরাতুন্নাবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করা হয়। জনাব সালেহ মোহাম্মদ ভূঞা সাহেবের সভাপতিত্বে এই সভায়ও বিভিন্ন বক্তা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন।

মাহমুদ আহমদ ভূঞা, কায়েদ

ময়মনসিংহ জামা'তে সীরাতুন্নাবী (সাঃ) জলসা ও তরবীয়াতী অনুষ্ঠান

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ অনুগ্রহে বিগত ১৯-১-৮৯ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব ময়মনসিংহ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সীরাতুন্নাবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভালুকাস্থ সোনার বাংলা কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ জনাব আজহার আলী খাঁন সাহেব। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক মোকাম ও মর্যাদা, নবীজীর (সাঃ) জীবনাদর্শ ও হযরতের (সাঃ) জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে অধ্যাপক আমীর হোসেন, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী ও মোহতারম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব, ন্যাশনাল আমীর। অতঃপর সভাপতির ভাষণ ও সমাপ্তি দোয়ার পর জামা'তের পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ঢাকা থেকে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর ও সেক্রেটারী উমূরে আমা সাহেবদ্বয়ের ময়মনসিংহ আগমন উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে এই জলসার আয়োজন করা হয়েছিল। এতে প্রায় ৩০ জন অ-আহমদী বন্ধুসহ ৫০ জনের মত বিভিন্ন পর্যায়ের লোক উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, স্থানীয় জামা'তের উদ্যোগে এই মাসের প্রথম শুক্রবার (৬-১-৮৯) জামা'তের সকলকে নিয়ে 'কুলু জামিয়ান' বা সম্মিলিত খাবার আয়োজনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মসজিদে এক তরবিয়াতী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। সকাল ১০-৩০টার সময় স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে ২ রাকায়াত নফল নামায আদায়ান্তে হযরত সাহেব (আইঃ) প্রদত্ত মুবাহালার সাফল্য কামনা করে বিগলিত দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। অতঃপর কুরআন তেলাওয়াতের পর মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য, মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র এবং লাজনা এমাউল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সার্বিকভাবে জামা'তে আহ্‌মদীয়ার সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্থানীয় জামা'তের বিশিষ্ট বক্তাগণ সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। জুমুআর নামায শুরু করার পূর্বে দুপুর ১-০০টার মধ্যে মসজিদে অতঃপর সম্মিলিত খাবার গ্রহণ পর্বের কাজও সম্পন্ন হয়। এই কর্মসূচীতে স্বতঃস্ফূর্ত চাঁদা প্রদান করেন জামা'তের আনসার, লাজনা, খোদ্দাম ও আতফালসহ প্রায় ৪০ জনের মত লোক, একাধিক যেরে তবলীগ আমন্ত্রিত অতিথিসহ অংশ-

গ্রহণ করেন। সকল অংশগ্রহণকারী অত্যন্ত মনোযোগের সাথে বিভিন্ন বক্তব্য শ্রবণ করেন ও বক্তৃতার পর নির্ধারিত প্রশ্ন-উত্তর সেশনেও অংশ নেন। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে এই কর্মসূচী অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়।

আল্লাহ্‌তা'লা যাতে জামা'তের সকলকে এ ধরণের গঠনমূলক আরো বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার তওফিক দান করেন এবং দায়ী-ইলাল্লাহ সহ জামাতের অন্যান্য কর্মসূচীকে তৎপরতার সাথে এগিয়ে নিতে সক্ষম করেন এজন্য দোয়া করার জন্য সকল বন্ধুগণের খেদমতে আবেদন জানাচ্ছি।

অধ্যাপক আমীর হোসেন
ময়মনসিংহ

দোয়ার আবেদন

খবরে প্রকাশ জনাব মোঃ সোলমান মোল্লা পিতা রমিজউদ্দিন মোল্লা, সাং মোড়াদীয়া, পোঃ নরসিংদী, উপজেলা ও জেলা নরসিংদী, বিগত ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮৮ইং রোজ বুধবার বয়াত গ্রহণ করে আহ্‌মদীয়া জামাতে দাখেল হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌।

জনাব মোঃ সোলমান মোল্লা অত্র এলাকার মধ্যে সর্বজন পরিচিত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। সুনামধন্য নব প্রতিষ্ঠিত একজন বড় ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর এলাকায় একটি মসজিদ ও একটি মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারীও বটেন। তাঁর মালী কুরবানী ও নির্দেশের দ্বারা উল্লেখিত মসজিদ ও মাদ্রাসা পরিচালিত হয়ে আসছে। তাঁর পরিবারবর্গ সোনাকান্দা পীর সাহেবের মুরীদ। তাঁর বাড়ীতে প্রতি বৎসর একটি ওয়াজ মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং এই ওয়াজ মাহফিলে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়। তিনি নিজে উক্ত ওয়াজ মাহ্‌ফিলের উদ্যোক্তা ছিলেন।

জনাব মোল্লা সাহেব প্রায় তিন মাস পূর্বে খাকসারের তবলীগে আহ্‌মদীয়া জামাতের সত্যতা উপলব্ধি করেন ও নামায কায়েম ও আহ্‌মদীয়া সিলসিলায় যোগদান করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং উল্লেখিত তারিখে আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া ঢাকায় খাকসার ও সমবেত মুসল্লিগণের উপস্থিতিতে যোহর নামাযের পর সদর মুরব্বী মাওলানা আঃ আযীয সাদেক সাহেব কর্তৃক বয়াত গ্রহণ করে আহ্‌মদীয়া সিলসিলায় দাখেল হন। নরসিংদী একটি নূতন ও ক্ষুদ্র জামা'ত বিধায় তাহার বয়াত গ্রহণ খুবই গুরুত্ববহ।

জনাব মোল্লা সাহেব ইতিমধ্যেই একজন মোখলেস আহ্‌মদীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি আহ্‌মদীয়া জামা'ত তথা ইসলামের প্রচার এবং এখানে একটি শক্তিশালী জামাত গঠনে নিজ ধন-প্রাণ উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না বলে জানিয়েছেন। তিনি যাতে ঈমান, আমল ও আখলাক ঠিক রেখে ধৈর্য সহকারে সকল প্রকার ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলামের খেদমত করতে সক্ষম হন সেইজন্য সকল আহ্‌মদী ভাই-বোন ও মুরব্বীদের নিকট দোয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

ডাঃ সৈয়দ মোজাম্মেল হোসেন

আমরা গত ১০ই ডিসেম্বর '৮৮ হইতে বর্তমান পর্যন্ত মোখালেফাতের মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছি। বিরুদ্ধবাদীরা শহরের বিভিন্ন স্থানে ওয়াজমাহফিলের মাধ্যমে হযরতে আকদাস মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) কে জঘন্য গালিগালাজ করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুসারীদেরকে কাফের ও অমুসলিম বলিতেছে।

আমরা বাংলাদেশের সকল আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাইতেছি যেন আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সকল মোখালেফাতের অবস্থাকে দৃঢ় ঈমানের সাথে কাটাইয়া উঠার তৌফিক দান করেন এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের সকল অন্যায় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেন। আমরা আরও

দোয়া চাইতেছি এজন্য যে, খুলনাবাসী যেন আহ্‌মদীয়াতের সত্যতাকে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং আল্লাহ্‌পাক যেন তাহাদিগকে হেদায়াত দান করেন।

এন, এ, শামীম আহমেদ
নায়েব কায়েদ

শোক সংবাদ

ঢাকা মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র একজন বিশিষ্ট কর্মী জনাব সৈয়্যদ আহ্‌মদ চৌধুরী সাহেব গত ১৮ই জানুয়ারী '৮৯ আঞ্জুমানে তাঁর বিভাগে কর্মরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে এবং পরে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ২০শে জানুয়ারী শুক্রবার বেলা ১০-৩০মিঃ সময় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে.....রাজেউন)! এই সময় তাঁর বয়স ছিল ৭১ বছর। মরহুম এক স্ত্রী, পাঁচ পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে যান। এখানে উল্লেখ থাকে যে, মরহুম ১৯৭৭ সনে বয়াত গ্রহণ করে আহ্‌মদীয়া সেলসেলায় দাখেল হন। তাঁর নিজ বাস ভবনে জানাযার নামায পড়ান মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব।

আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং দোয়া করি যেন আল্লাহ্‌তা'লা মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মোকাম দান করেন ও তাঁর পরিবারবর্গকে সাবরে জামিল দান করেন। জামা'তের প্রতি মরহুমের আন্তরিক ও নিরলস খেদমত যেন দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের প্রেরণার পাথেয় হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত ২৭-১-৮৯ তারিখে তাঁর স্মরণে এক 'যিক্‌রে খায়ের' সভা হয় দারুত তবলীগ মসজিদে এবং একটা শোক প্রস্তাবও নেয়া হয়। 'আহ্‌মদী বার্তা'

অতীব দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা জামা'তের মীরপুর হালকার সদস্য মরহুম ডাঃ মুসা সাহেবের স্ত্রী জনাবা হাসিনা বেগম গত ১০ই জানুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন) মরহুমা একজন মুখলেস আহ্‌মদী এবং মুসীয়া ছিলেন। মরহুমার নামাযে জানাযা পড়ান সদর মুরব্বী মৌঃ সালেহ্‌ আহমদ সাহেব। মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও ঢাকার আমীর সাহেব জানাযায় শরীক হন। মরহুমার দাফন কার্যে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মিরপুরের খোদ্দাম ও ট্রেনী মোয়াল্লেমগণ এবং প্রেসিডেন্ট সাহেব।

মরহুমা মৃত্যুকালে ২ কন্যা এবং অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। আল্লাহ্‌তা'লা মরহুমাকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

বিবাহের এলান

বিগত ৮-১-৮৯ ইং রোজ রবিবার আমার একমাত্র কন্যা জেসমিন জাহান (রিতা) এর শুভ বিবাহ ৯ নং ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা নিবাসী জনাব গোলাম আহমদ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ জাফর আহমদের সহিত ৭২০০০/০০ (বাহাত্তর হাজার) টাকা দেন মোহরে ৩৩৯ নং পিরের বাগ, মীরপুর, ঢাকাস্থ আমার বাড়ীতে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী জনাব আবদুল আযীয সাদেক সাহেব।

আল্লাহ যেন উক্ত বিবাহ সার্বিকভাবে বরকত মণ্ডিত করেন, সে জন্য সক ভ্রাতা ও ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন জানাইতেছি।

জিল্লুর রহমান খাঁন

অথ চিনিউটি সমাচার !

"লাহোর, ১৯শে ডিসেম্বর '৮৮ (রিপোর্টার) পাঞ্জাব এসেমব্লিতে আজ দোপাট্টার (ওড়না) ব্যাপারে খুব চিত্ত-বিনোদক বিতর্ক হয়েছে, যার সূচনা করেছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য মাওলানা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি। তিনি বিরোধী দলীয় এক মহিলার উল্লেখ করে বলেন যে, আমাদের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা দোপাট্টা পরিধান করেন নি। এর ওপরে এসেমব্লির স্পীকার তাকে বলেন যে, আপনি অংগীকার ভঙ্গ করছেন এবং সময় নষ্ট করছেন। আপনার এই আচরণ 'পয়েন্ট অব অর্ডার' বহির্ভূত। এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলীয় সদস্য নওয়াবযাদা গযনফর আলী, জাভেদ ঘুমনী প্রমুখও তীব্র প্রতিবাদ করেন। নওয়াবযাদা গযনফর আলী এ পর্যন্ত বলেন যে, মাওলানাকে সভা-কক্ষ থেকে বের করে দেয়া উচিত। সে সর্বদাই মেয়েদের দোপাট্টা দেখতে থাকে। ফযল হুসেন রাহী বলেন, ইহা ঠিক যে, মাওলানা ধর্মীয় কর্তব্য পালন করে থাকেন, কিন্তু তার কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত কেননা কখনও কখনও স্বাভাবিক ভাবেই মাথা থেকে দোপাট্টা পড়ে যায়। তিনি বলেন, মাওলানা সাহেবের উচিত তিনি যেন তাদের পায়ের দিকে তাকান যে তারা কি কি রংগের জুতা পরিধান করেছেন। এর ওপর ক্ষমতা-সীন দলের এক সদস্য আপত্তি করেন যে, সভা-কক্ষে এক ধর্মীয় আলেমের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হচ্ছে। ফযল হুসেন রাহী দ্বিতীয় বার দাঁড়িয়ে বলেন, মওলানা সাহেব মহিলাদের এবং মির্যায়ীদের ছাড়া অন্য কোন কথাও বলুন। যাহোক এর পর স্পীকার সাহেবের নির্দেশানুযায়ী এই বিতর্কের শেষ হল এবং দ্বিতীয় বার বাজেটের ওপর আলোচনা আরম্ভ হল।"

(দৈনিক নওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর ২০ ১১-৮৮ থেকে উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ। ৫-১-৮৯ এর সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকার সৌজন্যে।)

(সম্পাদকীয় এর অবশিষ্টাংশ)

যিনি আগামীতে আবির্ভূত হবেন বা অতীতে আবির্ভূত হয়েছেন।" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, ১৮৯২ সনে মুদ্রিত)

এ ছাড়াও হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) তাঁর বিভিন্ন কিতাবাদি এবং বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের যা শিখিয়েছেন তাতে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করি যে, আমরা খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী নই। আমাদের এই আকিদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস আমরা একশত বছর ধরে ঘোষণা করে আসছি। তবুও আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ আমাদের বিরুদ্ধে কুফরী ফত্ওয়া লাগাচ্ছেন, সম্মেলন-মহা সম্মেলন ডেকে আমাদেরকে 'অমুসলমান' ঘোষণা করার পাঁয়তারা করছেন। নানা প্রকার ফেতনা ফাসাদের ইন্ধন যোগাচ্ছেন।

আমরা আমাদের এই ভাইদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সত্য এবং মিথ্যার ফয়সালা করার পথ আইন পাশ করে নয়। যারা আইন পাশ করে সত্যকে মিথ্যা বানানোর চেষ্টা চালিয়েছিলেন তাদের পরিণতির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি যেমন আপনারা চান, তেমনি আমরাও। আপনাদের নিকট আমাদের তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ, এসব পথ অনুসরণ করে সত্য মিথ্যা যাচাই হবে না—কোন দিন হয় নি। চোখ রাঙ্গিয়ে আহ্মদীয়াতকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেয়া যাবে না, যদি যেত তা হলে একশ' বছর ধরে এ ক্ষুদ্র জামা'ত দুনিয়ার বুকে টিকে থাকতে পারত না। বরং আসুন মুবাহালার প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন, যা আমাদের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহ্মদ সাহেব (আইঃ) ১০-৬-৮৮ তারিখে দিয়েছেন। আপনারাও দোয়া করুন খোদার দরবারে এবং আমরাও দোয়া করি। এক বছরের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা প্রমাণ করে দেখিয়ে দেবেন কারা সত্যিকারভাবে খতমে নবুওয়াতের উপর বিশ্বাসী এবং কারা এর অস্বীকারকারী। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন এই কামনান্তে।

সম্পাদকীয়

আত্ম-জিজ্ঞাসা

আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে যখন এই পবিত্র সিলসিলায় দাখেল হয়েছি তখন থেকেই একটা প্রশ্ন বারে বারে আমার মনে দোলা দিচ্ছে – বিরুদ্ধবাদীরা কেন আমাদের জামা'তের বিরোধিতা করছে। এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী (আঃ)-এর বিরোধিতা হয়েছে, তার কারণ ছিল। সে যুগে নবীগণ (আঃ) এসে সমসাময়িক সমাজকে নতুন শিক্ষার দিকে আহ্বান করেছেন, আবার কেউ কেউ নতুন বিধানও দিয়েছেন, ঐ যুগের দেব-দেবী বা মিথ্যা উপাস্যদেরকে পূজা করতে বারণ করেছেন। তাই সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আহ্‌মদীয়াত আমাদেরকে কোন নতুন শিক্ষা দেয়নি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক আনীত সেই মৌলিক শিক্ষার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আমাদের কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।" আমরা ইসলামের ৫টি স্তম্ভ যেমন কলেমা, নামায, যাকাত, হজ্জ ও রোযার উপর বিশ্বাসী। আমরা এগুলোর ওপর পরিপূর্ণভাবে আমল করার চেষ্টা করি। আমরা কুরআন সুন্নাহ এবং হাদীসের পুরাপুরি পাবন্দ। তদুপরি আমরা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নির্দেশ পালনার্থে এক ব্যক্তিকে, আমাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাদের কাছে যাঁর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইমাম মাহ্‌দী হিসেবে মান্য করেছি। তিনি যদি (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যা হন তাহলে আমাদের ক্ষতি কি? আমরাতো আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নির্দেশিত পথেই কায়েম রয়েছি। যদি তর্কের খাতিরে ধরা যায় যে, এর পরও কোন মাহ্‌দী আসেন তা হলে আমরাই তাঁকে গ্রহণ করবো। কেননা আমরা মানতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই মাহ্‌দী যদি সত্য-মাহ্‌দী হন তাহলে যারা বিরোধিতা করে তাঁকে মানছেন না তাদের কি গতি হবে? আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, তাদের সাথে আমাদের বিরোধের কোন হেতু নেই।

এর পরও যখন গভীরভাবে চিন্তা করে একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম তখন মনে হল, ভুল বুঝা বুঝির কারণে হয়তবা সেটাই বিরোধিতার কারণ হতে পারে—আর সেটা হল 'খতমে নবুওয়াত'। আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ সচরাচর আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করে থাকেন যে, আমরা নাকি 'খতমে নবুওয়াতের' অস্বীকারকারী অথচ যতটুক নিকট থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি তাতে দেখেছি যে, আমরা অস্বীকারকারীতো নইই বরং 'খতমে নবুওয়াতে'র উপর দৃঢ়-বিশ্বাসী—সকল এবং প্রকৃত অর্থে। "খতমে নবুওয়াতে'র ব্যাপারে জামা'তে আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা আমাদেরকে কি শিখিয়েছেন যখন সেদিকে দৃষ্টিপাত করলাম তখন দেখলাম, তিনি বলেছেনঃ

(ক) "আমি জনাব খাতামাল আম্বিয়া (সাঃ)-এর 'খতমে নবুওয়াতে' বিশ্বাসী এবং 'খতমে নবুওয়াতে' যে অবিশ্বাসী তাকে বেদীন এবং তাকে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত মনে করি।" (বক্তৃতা, ওয়াযেবুল এলান, ৫ পৃষ্ঠা, ১৮৯১ সনে মুদ্রিত)।

(খ) আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এই যে, আমাদের রসূল (সাঃ) রসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রসূলগণের মধ্যে সর্বোত্তম এবং খাতামান্নাবীঈন। এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি থেকে উত্তম

(অবশিষ্টাংশ ৩৬-এর পৃঃ দেখুন)

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

31st January 1989

আহ্‌মদীয়া জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনিঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya. 4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211 Phone No. 501379, 502295

সম্পাদকঃ এ, এইচ, মোহাম্মদ আলী আনওয়ার

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকঃ মকবুল আহমদ খান

Editor : Moqbul Ahmad Khan